CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-63 ■ 3 December, 2025 ■ আগরতলা ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সংসদে কাটল অচলাবস্থা

এসআইআর নিয়ে আলোচনা ৯ ও ১০ই

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ।। টানা দুই দিনের বিরোধী দলের বিক্ষোভের পর অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী ৯ ডিসেম্বর লোকসভায় নির্বাচন সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। মঙ্গলবার এই তথ্য নিশ্চিত করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিরোধীরা বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এরই জন্য ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রিজিজু জানান, ৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা হবে নিম্নকক্ষে। উভয় আলোচনার জন্যই ১০ ঘণ্টা করে সময় নির্ধারিত হয়েছে, প্রয়োজনে সময় বাড়ানোও হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সর্বদলীয় বৈঠক ও লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠকে।

রিজিজু এক্স-এ পোস্ট করে বলেন, আজকের সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ৮ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আলোচনা হবে এবং ৯ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে নির্বাচন সংস্কার (এসআইআর) নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে হবে এবং তিনি বিরোধীদলগুলিকে সিদ্ধান্তে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। বিএসি বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি জানান, অবশেষে সবাই আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। বিশেষ করে বিরোধী দলগুলিকে অনুরোধ করছিএই আলোচনায় গঠনমূলক ভূমিকা নিন এবং সংসদীয় কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করুন। বিএসি বৈঠকের আগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বিরোধী দলসহ বিভিন্ন পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে অচলাবস্থা কাটানোর চেষ্টা করেন।

কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কে. সুরেশ জানান, বিএসি বৈঠকে 'বন্দে মাতরম' এবং নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিরোধীরা যে এসআইআর নিয়ে আলোচনা চাইছিলেন, সেটি নির্বাচন সংস্কারের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সোমবার 'বন্দে মাতরম' এবং মঙ্গলবার-বুধবার নির্বাচন সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলবে।

গত দুই দিন ধরে লোকসভায় এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে বারবার স্থগিতাদেশ দিতে হয়েছে। এর আগে রিজিজু বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করলেও ছজ্জট্ট নিয়ে আলাদা আলোচনার সময়সূচি দিতে রাজি হননি। তিনি জানিয়েছেন, ছজ্জট্ট নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক বিষয় এবং এতে সরকারের ভূমিকা নেই। তবে নির্বাচন সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় সরকার রাজি।

বিরোধীরা দাবি জানিয়ে আসছিলেন, এসআইআর বিষয়ক আলোচনার বিষয়ে সরকার যেন সংসদে আশ্বস্ত করে। বর্তমানে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে এবং এই বিষয়েই বিরোধীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভে দ্বিতীয় দিনেও লোকসভা মুলতবি হয়।

এদিকে, বিশেষ গহন পুনরীক্ষণ-এসআইআর ইস্যুতে সংসদে অচলাবস্থা চলতে থাকার কারণে, লোকসভা ও রাজ্যসভার কার্যক্রম আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার জন্য বিরোধীদের দাবি জানালে, লোকসভায় কার্যক্রম দু'বার স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে সেদিনের জন্য কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

লোকসভা যখন দ্বিতীয়বার স্থগিত হয়ে দুপুর ২টায় পুনরায় শুরু হয়, তখন বিরোধী সদস্যরা আবারও সংসদ কক্ষে প্রবেশ করে এবং এসআইআর বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করেন। স্পিকার চেষ্টা করলেও, বিরোধীরা আলোচনার জন্য সংসদ চলতে দিতে রাজি হননি। একাধিক আবেদন সত্ত্বেও বিরোধীরা তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যান, যার ফলে লোকসভার কার্যক্রম পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শনিছড়ায় শিশু হত্যাকান্ডে পুলিশের জালে আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর ।। নদিয়াপুরে স্কুল পড়ুয়া শিশু ও মায়ের উপর প্রাণঘাতী হামলায় অপর এক অভিযুক্তকে জালে তুললো চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। খেড়েংজুরিতে স্কুল পড়ুয়া শিশুকে নারকীয় হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরো এক অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপার্দ করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ সোমবার দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজয়া সিনহা ও তার একমাত্র পুত্র অমৃত সিনহার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতিকারী।

পরে এলোপাতাড়ি দায়ের কোপে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় আট বছরের স্কুল পড়ুয়া শিশু অমৃত সিনহা এবং রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তার মা বিজয়া সিনহা। সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিনহাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তার অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এই ঘটনায় ৩৪/২৫ নম্বরে ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১)/১১৮(২)/৬১(২) ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নামে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এবং আগেই মদন গোপাল সিনহা নামের গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে বেড়িয়ে আসে আরও অনেক অজানা তথ্য। সেই সূত্র ধরে নদীয়াপুর এলাকার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপস সিনহাকে (৩৮)(পিতা লক্ষীন্দ্র সিনহা) গ্রেফতার করা হয়। ওসি দেবব্রত বিশ্বাস জানান, তাকে জিজ্ঞাসাবাদে একান্তে জড়িতদের শীঘ্রই জালে তোলা যাবে।

১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে আয়ুষ মন্ত্রক

রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ করার উদ্যোগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আগরতলায় একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এবং গোমতী জেলায় একটি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই দুটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই দুটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দুটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার কাজ শুরুর আগেই বহিরাজ্যে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে এবং সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগাতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজ গড়ার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যের যেসব ছাত্রছাত্রী বর্তমানে বহিরাজ্যে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক কলেজে পড়াশোনা করছে তাদের প্ল্যাসমেন্টের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, আগে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রতি রাজ্যের মানুষের আস্থা ছিল। সেই আস্থা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং ন্যাশনাল আয়ুষ মিশনের সদস্য সচিব সাজু বাহিদ এ. প্রস্তাবিত দুটি মেডিক্যাল কলেজের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

স্লাইড শোর মাধ্যমে প্রস্তাবিত ৬০ আসন বিশিষ্ট দুটি মেডিক্যাল কলেজের স্থান, পঠন পাঠনের সময়সীমা এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সঞ্জয় কুমার দাস কলেজ দুটির পরিকাঠামোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন কুমার দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. অশোক দেওয়ান সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

লোকালয়ে মস্তবড় অজগর ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর ।। লোকালয়ে মস্তবড় অজগর ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনা চড়িলাম পুরানবাড়ি এলাকায়। লোকালয়ে এক মস্ত বড় অজগর সাপকে ঘিরে কৌতুহলী জনতার ঢল চড়িলাম পুরান বাড়ি এলাকায়। ঘটনা সোমবার রাতে চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন পুরান বাড়ি এলাকায় বিনয় কর্মকারের পুকুরের পাড়ে।

হঠাৎ করে এলাকার কয়েকজন চড়িলাম বাজার থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে দেখতে পায় একটি বিশাল বড় অজগর সাপ রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। অজগর সাপটিকে দেখে চিৎকার করতে থাকে পথচারীরা। তাদের চিৎকারে গ্রামের মানুষ ছুটে আসে বিনয় কর্মকারের পুকুরের পাড়ে। তারা খবর দেয় চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে। খবর পেয়ে চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের বিট অফিসার সুকান্ত দাস বনকর্মীদের নিয়ে দৌড়ে ছুটে আসে বিনয় কর্মকারের পুকুরের পাড়ে। তারা অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে একটি বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যায়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিট অফিসার সুকান্ত দাস জানান এই পুরান বাড়ি এলাকা একেবারে ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চু রি ঘেষা। যার ফলে হামেশাই বন থেকে পাইথন সহ বিভিন্ন ধরনের লুপ্তপ্রায় প্রাণী লোকালয়ে ছুটে আসে। লোকালয়ে এই সমস্ত প্রাণীগুলির আসাটা স্বাভাবিক। আমরা খবর পেয়ে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে আইপিএফটির বিক্ষোভ ১৫ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আগামী ১৫ ডিসেম্বরে পৃথক রাজ্য গঠন এবং ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল, ২০১৯-কে পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাশ করার দাবিকে সামনে রেখে নেশন্যাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেট এবং ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা -এর যৌথ উদ্যোগে নয়া দিল্লির যন্তর-মন্তরে একদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি জেনেরাল সেক্রেটারী স্বপন দেববর্মা।

এদিন তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকে এনএফএনএস-এর প্রতিনিধি এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটির পক্ষ থেকে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, টিটিএ-এডিসি এলাকাকে ভিত্তি করে পৃথক তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়াও পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করে ত্রিপুরা বিধানসভার মন্ত্রিপরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী টিটিএ-এডিসিকে তিপ্রা টেরিটরিয়েল কাউন্সিল -এ উন্নীত করার দাবি উত্থাপন করা হবে।

এছাড়া উত্তর-পূর্বের সব এডিসির এমডিসি ও সব এমএলএ-কে কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট ডিসেম্বরের মধ্যেই চিঠি লিখে বিলটি পাশের অনুরোধ জানাতে আহ্বান করা হবে।

আইপিএফটির প্রতিটি ডিভিশন থেকে ন্যূনতম তিনজন প্রতিনিধি পাঠানোর নির্দেশ সংশ্লিষ্ট প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিদের দেওয়া হয়েছে। ট্রেন টিকিট বুকিং এবং যাতায়াত-সংক্রান্ত সকল প্রস্তুতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপিএফটি ও যুব আইপিএফটির ট্রেজারারদের ওপর।

সমস্ত প্রতিনিধি ট্রেন টিকিট বুকিংয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রেজারারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এই সিট-ইন ডেমোনস্ট্রেশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বে নতুন করে আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নতুন কার্যালয়ের নাম বদল নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা

নয়া দিল্লি, ২ ডিসেম্বর ।। নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নাম বদলে 'সেবা তীর্থ' রাখা হয়েছে, যা সরকারের 'সেবা' (সেবা) দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিফলিত করে। পূর্বে "লোক কল্যাণ মার্গ" এবং "কর্তব্য পথ" এর মতো নাম পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নাম পরিবর্তনটি ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত জাতির গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর "প্রধান সেবক" ভূমিকার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এদিকে কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ এই নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, "সেবা হবে না, বাকি সব কিছু হবে"। উদিত রাজ দাবি করেছেন যে, এই নাম পরিবর্তন শুধুমাত্র একটি বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী জনগণের কাছে বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে মানমোহন সিংহের মতো সহজলভ্য নয়। তিনি এই পরিবর্তনকে শুধুমাত্র প্রতীকী বলে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর অফিস এখন তার ৭৮ বছরের পুরনো সাউথ ব্লক থেকে একটি আধুনিক "সেবা তীর্থ" কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত হবে। এই স্থানান্তরটি কেন্দ্রীয় ভিস্তা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে, যা আগে রাজভবনগুলির নাম পরিবর্তন করে "লোক ভবন" করা হয়েছে। নতুন সেবা তীর্থ-১, যা এক্সিকিউটিভ এনক্লেভ-১ এর প্রথম বিল্ডিং, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় পরিচালিত হবে। এছাড়া সেবা তীর্থ-২ এবং সেবা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে নেশা সামগ্রী সহ তিনজনকে ধরে মাথা ন্যাড়া, ঘটনায় এক ব্যক্তি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আমতলীতে নেশা সামগ্রী সহ তিনজনকে ধরে মাথা ন্যাড়া করার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। অভিযুক্তের নাম দেবাশীষ দে।

উল্লেখ্য, আমতলী থানাধীন অশ্বিনী মার্কেট এলাকায় নেশা সামগ্রী-সহ তিনজনকে আটক করে উত্তেজিত জনতা। তাদের মধ্যে এক যুবতি ও দুজন যুবককে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ, নেশা সামগ্রীসহ ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় লোকজন তাঁদের আটকে রাখে। একটা সময় উত্তেজনার বশে অভিযুক্তদের মাথার চুল ন্যাড়া করে দেয় স্থানীয়রা। অনৈতিকভাবে সেই যুবক-যুবতীদের মাথার চুল ন্যাড়া করে ভিডিও বানাতে থাকে উত্তেজিত জনতারা। ঘটনার খবর দেওয়া হয় পুলিশের। এরপরই তাদের আমতলী থানার ঘটনাস্থলে পৌঁছে নেশা সামগ্রী সহ তিন অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাসের বক্তব্য অনুযায়ী, চোর সন্দেহে ওই যুবক-যুবতীদের আটক করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের মারধর করে মাথা ন্যাড়া করে দেয় দেবাশীষ দে সহ অন্যান্যরা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্য্যাতিতা যুবতী আমতলী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ দেবাশীষ দে-কে আটক করেছে। তাকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তবে নেশা সামগ্রী সহ উদ্ধার হওয়া যুবক-যুবতীর বিষয়ে কিছুই জানায়নি পুলিশ।

পুলিশের দাবি, চোর সন্দেহে তাদের আটক করা হয়েছিল। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই যুবক-যুবতী দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নেশার বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী সহ প্রচুর সিরিঞ্জ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষিতে আত্মনির্ভর জরুরি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। ভারতের কৃষিকে বিশ্বে শস্যভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে আত্মনির্ভরতা অপরিহার্য। আজ কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মোহনপুর কৃষকদের হাতে বিভিন্ন আধুনিক কৃষিযন্ত্র, চারা গাছ এবং স্প্রে মেশিন তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী এই কথা বলেন। তিনি আজ মোহনপুর কৃষি মহকুমা এলাকার কৃষকদের হাতে আজ কুফরি হিমালিন জাতের আলুর বীজও তুলে দেন। পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি, ব্লক লেভেল ফার্মার অ্যাওয়ার্ড, কৃষক বন্ধু এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

তিনি জানান, এই উদ্যোগ কৃষির আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উপকরণ ও সম্পদের সহায়তায় কৃষকরা আরও দক্ষতার সঙ্গে চাষাবাদ করতে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দোকানসহ তিনটি বসতঘর পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। আগুনে পুড়ে ছাই দোকান সহ তিনটি বসত ঘর। ধারণা করা হচ্ছে, নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই ওই ঘর। গতকাল গভীর রাতে ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন বাইশঘড়িয়া এলাকার বাসিন্দা বিল্লাল মিয়ার বসত ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৩ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বাড়ির মালিক।

বাড়ির মালিক বিল্লাল মিয়া জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে তিনি ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পায়। পরিবারের চেঁচামেচিতে এলাকার স্থানীয়রা জড়ো হয়। ততক্ষণে বাড়ির একটি ঘর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গভীররাতে গাঁজা বিরোধী অভিযান, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে গভীররাতে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালালো পুলিশ। অভিযানে বিভিন্ন প্যাকেটে মোট ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। অভিযোগ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত রাখার অভিযোগ ছিল ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এনিয়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে মহিলার পিত্তনালীতে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসার চন্দ্রাইছড়া এলাকার ৪০ বৎসর বয়সী এক মহিলার দীর্ঘদিন ধরে পেটে ব্যথা, বমি ইত্যাদি উপসর্গে ভুগছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মহিলার পিত্তথলিতে পাথর (গলব্লাডার স্টোন) সহ লিভার এর সমস্যা ধরা পরে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি কুলাই জেলা হাসপাতালে গলব্লাডার অস্ত্রোপচার করার জন্য ভর্তি হন। তখন ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহিলার গলব্লাডার অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর আবার উনার তীব্র পেট ব্যথা এবং বমি শুরু হয়। এজন্য মহিলাকে আবার কুলাই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তখন চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন যে উনার বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় তখন কুলাই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। মহিলাকে তখন এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার এমআরআই রিপোর্টে পিত্তনালীর সংকোচন ও বাইল (পিত্ত রস) লিকেজ দেখতে পান। এদিকে আবার মহিলার জন্ডিসের উপসর্গ দেখা দেয়। এই সমস্যাটি একটি গুরুতর সংক্রমণ এবং এই বাইল লিকেজ বন্ধ করার জন্য মহিলাকে জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।

তখন মহিলাকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক ডাঃ দীপঙ্কর শংকর মিত্রের তত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করা হয়। ডাঃ মিত্রের তত্ত্বাবধানে পিত্তনালীর সংকোচনজনিত এই সমস্যাটির অস্ত্রোপচার সরকারি ভাবে জিবিপি হাসপাতালেই সম্ভব হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এই জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লিভারের ভেতর থেকে পিত্তনালীর সংকোচন মুক্ত অংশ বার করার জন্য ইন্টেসটাইনের বাইপাস পথ তৈরী করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে ডাঃ দীপঙ্কর শঙ্কর মিত্রের সাথে অন্য সহ চিকিৎসকগণ ছিলেন ডাঃ শ্রাবণা চৌধুরী, ডাঃ সৌরভ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 03-12-2025, 00:24

জাগরণ আগরতলা,৩ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১৬ অগ্রহায়ণ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস

বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস, যাহা পূর্বে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস নামে পরিচিত ছিল, প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য

হইলো সমাজে দিব্যাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, মর্যাদা এবং সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাহাদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে উৎসাহিত করা।এই দিবসটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়া আসিবারর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, যেমন - প্রবেশগম্যতা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, এবং আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়।

এই দিবসটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি সমাজের প্রতিটি সদস্যকে মনে করাইয়া দেয় যে বিশ্বের আনুমানিক ১.৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। প্রত্যেকের জীবনকে উন্নত করিতে এবং একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়তে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।এই ভাবনার মূল কথা হইলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাদ দিয়া সমাজের বা দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাহাদের সক্ষমতাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের সমাজের সম্পদে পরিণত করাই হইলো এই দিবসের গভীরতম বার্তা।

সাধারণ অর্থে প্রতিবন্ধী বলিতে সেই সব মানুষকে বোঝানো হয়, যারা শারীরিক বা মানসিকভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অক্ষম। কিন্তু এই অক্ষমতা তাহাদের জীবনকে অর্থহীন করিয়া তোলে না। বরং, তাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া চলিয়াছে। ৩রা ডিসেম্বর পালিত হয় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, যাহা তাহাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা ও সহযোগিতার এক বিশেষ দিন। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাহাদের প্রতি সমাজের বিশেষ কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শই সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন- শিক্ষাগত সুযোগের অভাব, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাএগুলো তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে। এই দিনটি আমাদের কাছে একটি সুযোগতাহাদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করিবার এবং তাহাদের জন্য একটি উপযুক্ত সমাজ গঠনের শপথ নেওয়ার।

একটি প্রতিবন্ধী-বান্ধব সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের সবার আগে সচেতনতা বৃদ্ধি করিতে

হইবে। গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং পরিবারসকল স্তরেই প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তোলা জরুরি। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতাগুলোকে আমরা যেন দুর্বলতা হিসাবে না দেখিয়া তাহাদের মধ্যে থাকা শক্তি এবং সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেই। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস আমাদের শুধু প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতি জানানোর জন্য নয়, বরং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্যও অনুপ্রাণিত করে। তাহাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব, যেখানে তাহারা নিজেদের প্রতিভাকে বিকশিত করিতে পারিবে এবং সমাজের মূল স্রোতে অবদান রাখিতে পারিবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন এক সমাজ গড়ি যেখানে প্রতিবন্ধীরা শুধু সম্মানিতই হইবে না, বরং তাহারা সমাজের একজন সক্রিয় ও অপরিহার্য সদস্য হিসেবে পরিচিত হইবে।

বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ‘মাতৃ পোষণ অনুষ্ঠান’, গর্ভবতী মায়েদের হাতে পুষ্টিকর কিট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২ ডিসেম্বর: কদমতলা আরডি ব্লকের অধীন বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুর দুইটার সময় অনুষ্ঠিত হলো “মাতৃ পোষণ অনুষ্ঠান”। বড়গোল পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত এলাকার বহু গর্ভবতী মা। মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

অনুষ্ঠানে প্রায় ত্রিশ জনেরও বেশি গর্ভবতী মায়েদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী এবং স্বাস্থ্যসম্মত কিট প্রদান করা হয়। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানান, জন্মের পর শিশুর অপুষ্টি রোধ করতে গর্ভাবস্থায় মায়েদের সঠিক পুষ্টি ও যত্ন অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই এই মাতৃবান্ধব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, উপপ্রধান মনিকা ভট্টাচার্য্যী এবং বিভিন্ন এনজিও-র কর্মীরা।

মাতৃস্বাস্থ্য, মহিলা কল্যাণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা। পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ নাথ জানান,মহিলা বান্ধব গ্রাম গঠন এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আগামী ৬ ও ৭ ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: আগামী ৬ ও ৭ ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন সোনামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্মেলনের দিনক্ষণ সহ একাধিক ইস্যু তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি রাধা বরণ দেবনাথ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে,সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ভানু লাল সাহা সহ অন্যান্যরা।

বিভিন্ন কারণে তিন বছর তাদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামী ৬ ও ৭ ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন সোনামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে।৩১৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ৬ ডিসেম্বর সোনামুড়া রবীন্দ্র চৌমুহনীতে প্রকাশ্য সমাবেশ সংঘটিত করবে।

বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এ বিজয় রাঘবন।তাছাড়া বক্তা হিসেবে থাকবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতৃত্ব মানিক সরকার।পাশাপাশি এদিন তারা ২৬ শে নভেম্বর সর্বভারতীয় কর্মসূচি ধর্মনগরের পালন করার সময় দুষ্কৃতীদের আক্রমণের ঘটনা তীব্র নিন্দা এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানায় ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন নেতৃত্বে।

রথীন্দ্রনাথ- নীল গগনে এক নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

শান্তনু রায়

কিঞ্চৎ অভিমানে একবার তিনি বলেছিলেন, আমার নিজস্ব জীবন আমি কোনোকালে যাপন করিনি। তিনি ১৮৮৮৫ ২৭ নভেম্বর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ভূমিষ্ঠ রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি নিজে অনেক গুণের অধিকারী হয়েও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্বখ্যাত পিতার অনুশাসন ও ইচ্ছাকে মনাদা দিতে গিয়ে নিজের ইচ্ছা ও স্বপ্নকে স্বেচ্ছায় অন্তর্জলি ঘটিয়েছেন বা ঘটতে দিয়েছেন একাধিকবার। তিনিই নিজের সম্পর্কে পরিণত বয়সে লিখতে পারেন বাড়ির মধ্যে আমারই রঙ কালো, চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অভান্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্বে যাকে বলে হীনমন্যতা, তা যেন ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড়ো হয়েও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না। তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন রহ্মচর্য্য আশ্রমের একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র। - প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবের যৌথ উদ্যোগে আরম্ভ হওয়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রথম দশজন ছাত্রের মধ্যে আটজনই ব্রহ্মাবান্ধবের, বাকী দু'জন রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে স্কুল জীবনের শিক্ষাশেষে ১৯০৬ এ তাঁকে ও তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে জাপানে পাঠানো হয় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের জন্য। সেখান থেকে তাঁরা শিক্ষালাভের জন্য গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৯-এ কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু তারপরই আর ওদেশে না থেকে রবীন্দ্রনাথের ডাকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে ১৯০৯-এ ফিরে এলেন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে। সেখানে তিনি একটি কৃষি খামারের পত্তন করেন। উন্নত ধরনের লাঙল ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেন। মৃৎবিজ্ঞান বিষয়ে বিদেশে তাঁর অধীত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য। একটি ল্যাবরেটরিও স্থাপন করেন। পতিসর ও কালীগ্রাম অঞ্চলে নিজে ট্যাক্টর চালিয়ে প্রজাদের জমি চাষ করতে শিখিয়েছিলেন। কৃষকদের মধ্যে আলু, টম্যাটো এবং আখের চাষের সূচনা করেন। এভাবেই তিনি পিতার গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “১৯১০ সালের সেই - সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসেছিলাম তেমন আর কখনও ঘটেনি।” পিতার ইচ্ছাপূরণে রথীন্দ্রনাথ আত্মত্যাগ করে গেছেন আজীবন, নিজস্ব হাচ্ছা মতামতব্যক্ত করতে প্রয়াসী হননি, দ্বিরুক্তি করেননি পিতৃ আজা পালনে। পিতার ইচ্ছানুসাবেই ১৯১০-এর ২৭ জানুয়ারি বিয়ে হল রথীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভাগ্নি পাঁচ বছরের ছোট বিধবা প্রতিমাদেবীর সঙ্গে। ঠাকুরবাড়িতে সেই প্রথম বিধবা বিবাহ। যদিও মৃণালিনীদেবী তখন প্রয়াত, তবে তাঁরও নাকি শৈশবের প্রতিমাকে দেখেই তাঁকে পুত্রবধূ করার বাসনা হয়েছিল।

কিন্তু সুন্দরী শিক্ষিতা প্রতিমাদেবীর তখন বিয়ে হয়ে। যায় গুণেন্দ্র নামের ছোট বোন কুমুদিনীর নাতি নীলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই নীলানাথ গঙ্গায় ডুবে অকালে প্রয়াত হন। এর পর রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত স্ত্রীর মনোবাঞ্ছাপূরণে বিধবা কিশোরী প্রতিমার সঙ্গেই নিজে দাঁড়িয়ে রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন, তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কারের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে।

যদিও ভগ্নিপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে জানা যায়, বিধবা প্রতিমাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল প্রধানত পিতৃদেবের ইচ্ছাপূরণে। তবে বিবাহোত্তর জীবনের বেশ কিছুকাল অন্তত যে সুখেই কেটেছিল তার উল্লেখ আছে নগেন্দ্রনাথকেই বিয়ের অব্যবহিত পরে লেখা পত্রে এভাবে “প্রতিমা এখন আমার। সে কী চমৎকার মেয়ে তোমাকে কী করে লিখি।” স্বয়ং প্রতিমাকেই একবার লিখেছিলেন- “আমি কখনোই একজন কুশ্রী মেয়েকে সম্পূর্ণ ভালোবাসতে পারতুম না- আমার সে দুর্বলতা আমি স্বীকার করছি।” ১৯১৮-রা ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথের এই নতুন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে কবির আবার প্রয়োজন হলো রথীন্দ্রনাথকে। তিনি তখন অধীত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারির কাজে হাতে-কলমে প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু এখনই আবার পিতার ইচ্ছায় শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে আসতে হল বিশ্বভারতীর কাজে পিতৃদেবকে সাহায্য করতে। পালিতা কন্যা নন্দিনীর কথায় “দাদামশাই থাকতেন তাঁর লেখাপড়ার কাজ নিয়ে। বাবা শান্তিনিকেতনের বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। তিনি নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে সরিয়ে রেখে শান্তিনিকেতনে দাদামশাইয়ের নতুন নতুন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকতেন।”

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে- “রথীন্দ্রনাথের মেজাজটা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের। শিল্পী রথীন্দ্রনাথকে দেখা যায় উত্তরায়ন অট্টালিকা ও উদ্যান রচনায়। এখানেও বিজ্ঞানীকে পাই যখন দেখি তাঁর উদ্যানের মাঝে গুহাঘরে যাবার পথে লতাবিতান। তিনি ছিলেন কারুশিল্পী, দারুশিল্পের যে-নমুনা তিনি বহু যত্নে বহু কাল ধরে করেছিলেন, তা আজ কোথায় জানিনে।” বিশ্বভারতীকে সুন্দর করে গড়বেন এই ছিল রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। কিন্তু তা পূরণ হয়নি। এক বিপুল দক্ষতা ও সম্ভাবনার আধার এই সংগঠক এবং কর্মকুশল ব্যক্তিত্বও একবার হতাশায় বলে ফেলেছিলেন- জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি ভাবি বিজ্ঞানের। কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।

শান্তিনিকেতনের কাজে তিনি ক্রমে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন রবীন্দ্রছত্রছায়ায় অপরিহার্য্য হিসেবে। এমনকী শান্তিনিকেতনে তাঁর উপস্থিতি এতটাই জরুরি হয়ে পড়ত যে কবির বিদেশভ্রমণকালে সঙ্গে যেতে পারতেন না। কবির যাত্রাসঙ্গী হতেন প্রায়শ পুত্রবধূ

কিন্তু হয়ত এভাবেই প্রতিমাদেবী ও রথীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্রমে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধিই পেয়েছে পারিপার্শ্বিক কারণেও। দুর্ভাগ্যের, রবীন্দ্র-মুণালিনীর সকল সন্তানেরই বৈবাহিক জীবনে ছিল “পথে পথে পাথর ছড়ানো”। বাইশ বছর বয়সে ঠাকুর পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ করা রথীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনও ছিল শীতল ও অসম্পূর্ণ।

প্রতিমা। কিন্তু হয়ত এভাবেই প্রতিমাদেবী ও রথীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্রমে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধিই পেয়েছে পারিপার্শ্বিক কারণেও। দুর্ভাগ্যের, রবীন্দ্র-মুণালিনীর সকল সন্তানেরই বৈবাহিক জীবনে ছিল “পথে পথে পাথর ছড়ানো”। বাইশ বছর বয়সে ঠাকুর পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ করা রথীন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনও ছিল শীতল ও অসম্পূর্ণ। নিঃসন্তান প্রতিমাদেবী পালিতা কন্যা নন্দিনীকে বুকে টেনে নিলেও পরিণামে এ দাম্পত্যজীবন খুব একটা সুখের হয়নি। একটি চিঠিতে বথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীকে লিখছেন- “আমি যে আদর্শ নিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম তা ক্রমশই ভুলে গেছি বা হারিয়ে ফেলেছি।”

প্রসঙ্গত, দশ বছর বয়সী স্ত্রী আদরনীয়া “ছুটি”কে (মৃণালিনী) বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়া শিখিয়ে ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত করে তোলার প্রয়াসী হলেও মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মৃণালিনীর প্রয়াণে কুড়ি বছরের জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে আরেকবার নিঃসঙ্গ হয়েছিলেন কবি- এ সত্য। তবে একথাও অনুমেয় যে মৃণালিনী হয়ত রবীন্দ্রনাথের মানসিক চাহিদা পূর্ণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনার সম্যক উপলব্ধি বা তাঁর তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি স্পর্শ করা হয়ত মৃণালিনীর পক্ষে সম্ভব হত না। সেদিক দিয়ে হয়ত মৃণালিনীর সমবয়সী ভাইঝি ইন্দিরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক আদান প্রদান সহজ হত। ইন্দিরার সঙ্গে আলাপনে হয়ত অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, নিজস্ব ভাবনা অনুভূতি প্রকাশে।

যাই হোক, রথীন্দ্র প্রতিমার দাম্পত্যের এই ফাঁক স্থায়ীভাবে পুরণ হয়নি পালিতা কন্যা নন্দিনীকে পেয়েও। আর সেই অবসরে কখন যেন মনের গহীনে ক্রমে স্থান করে নিচ্ছিলেন বন্ধু ও বিশ্বভারতীর আশ্রাম-অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীরা বয়সের বেশ ব্যবধান থাকলেও। স্বাভাবিকভাবেই মীরার সঙ্গে এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি স্ত্রী প্রতিমাদেবী বা ভগিনী মীরা ও অন্যান্য আত্মীয়জনেরা।

যে রথীন্দ্রনাথ নিজের নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে অকপটে আপন অনুরাগ আবেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনিই আবার সময়ান্তরে মীরাদেবীর স্বামী ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যাকে লিখছেন নিজের সমস্ত আকৃতি উজাড় করে “আমার কেবল মীরু আছে সেই-ই আমার সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাকে আমার সবকিছু দিয়েছি নিজেকেও সঁপে দিয়েছি।”

১৯৫১-য় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য্য। কিন্তু নানা বিতর্কে জড়িয়ে, ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুদ্ধ বিরক্ত রর্থীন্দ্রনাথ পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন আচার্য্য জওহরলাল নেহরুর কাছে, যিনি চেয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ যেন বিশ্বভারতী থেকে আশ্রম-অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মীরকে বহিষ্কার করেন। কারণ এই মীরার সঙ্গে তাঁর (বর্গীন্দ্রনাথের) এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কারণে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৫৩-য় বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পর চিরকালের জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান দেরাদুনে, সঙ্গে প্রাণপ্রিয়া “মীরু” (মীরা) ও তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে।

তিনি অবশ্য গোপনে কিছু করেননি- যা করেছেন অকপটে, নির্ভীকভাবে এবং বাতিক্রমী সততায় স্ত্রী প্রতিমাদেবীকে জানিয়ে। যাবার আগে প্রতিমা দেবীকে লিখলেন- “আমার পক্ষে একলা থাকা এখন আর সম্ভব নয়। মীরকেও নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভাল না। লাগলেও আশা করি আপত্তি করবে না। এতদিন আমাকে নির্বিবাদে সব লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কারণ বিশ্বভারতীর সঙ্গে আমার যোগ ছিল। এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই আমার নিজের স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করলে আমি সহ্য করব না। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যাচ্ছি না, এখানে সবাইকে জানিয়েই। যাচ্ছি, মীরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।” কিন্তু প্রতিমাদেবীর পক্ষে স্বামী রথীন্দ্রনাথের জীবনে মীরাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। রথীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ত্যাগের অব্যবহিত পরেই তিনি লিখলেন- “কী মতিভ্রম হল, নিজের কাজকর্ম সব ছেড়ে ওই একটা অতি অর্ডিনারি টাইপের মেয়ের সঙ্গে চলে গেলেন, মানুষের কত পরিবর্তন হয় তাই তবে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন আবহে বীতশ্রদ্ধ ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির এক উজ্জ্বল কৃষিবিদ ও বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য্য রথীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিনের বন্ধু ও এক সময়ের সহকর্মী লিওনার এলমহার্স্টকে লিখেছিলেন তখন এক পত্রে “আমি পলায়নকারী নই। আমি নির্জনতার মধ্যে যাচ্ছি, কারণ আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে চাই, আর চাই কোন সুপ্ত প্রেরদাকে সুযোগ দিতে, যা কিছু তৈরির অপেক্ষায় রয়েছে।” তাঁর সে অভীজা কতখানি সফল হয়েছে, জীবনের শেষ আটটি বছর বন্ধু আশ্রাম-অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীরার সঙ্গে দেরাদুনে নিজের শখের। তৈরি শান্তিনিকেতনের বাড়ির প্রতিরূপ ”মিতালী”তে। যাপনকালে তা বলা সম্ভব নয়। তবে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের জন্য তাঁকে হয়ত মূল্যও দিতে হয়েছিল। রূঢ় বাস্তব হল, শান্তিকেতন ত্যাগের পর মাঝে মধ্যে সপুত্র মীরাকে নিয়ে সেখানে এলেও ১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে আমন্ত্রণ পাননি, যিনি কবির উত্তরাধিকারী বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হিসেবে শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র ভাবনা ও দর্শনকে রূপ দিতে আন্তরিক প্রয়াসী ছিলেন।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে কাটিয়েছেন। কোনকলে এতটুকু আশ্বাচারের চেষ্টা করেননি। বস্তুত রথীদা যতদিন বিশ্বভারতীর সর্বময় কর্তা হয়ে ছিলেন ততদিন কখনও পরের চাকুরী করছি এ অনুভূতি হয়নি।” প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে- “ভবিষ্যতে যদি একদিন রবীন্দ্র ভবন, রবীন্দ্রজীবনীর ও রবীন্দ্র সাহিত্যের তাত্ত্বিক গবেষণার কেন্দ্র হয়, তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এর মূলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রভবনের সার্থকতাতেই পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা হবে।” আবার পুলিন বিহারী সেনের মতে- তবে কঠিন সমালোচনার ফলে (রথীন্দ্রনাথ) যতই পীড়া বোধ করে থাকুন, বাক্যে বা ব্যবহারে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ধৈর্য তাঁকে রক্ষা করতে হয়নি, ধৈর্য তাঁর সহজাত ভূষণ ছিল। এই নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমী মানুষটি যিনি অনেক গুণের। আধার হয়েও তেমনভাবে সফল বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি হয়ত ভাগ্যবিড়ম্বনায়। যা হোক, সেবছর রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের মাসখানেকের মধ্যেই ৩ জুন তাঁর প্রয়াণ ঘটে দেরাদুনেই। এই মৃত্যু ঘিরেও সন্দেহ ও প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়মহলে, যদিও ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ ছিল অন্ত্রের সমস্যার কারণেই মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু তখনও একমাত্র জীবিত ভগিনী মীরা ঠাকুর গঙ্গোপাধ্যায় কন্যা। নন্দিনীকে লিখেছিলেন এক পত্রে “সময়মত রোগের চিকিৎসা করেনি তাও তো যে শুনছে সেই-ই বলছে কিন্তু সত্যি কি ওরা কিছু খাইয়ে মেরে ফেলেছে। শেষকালে এই ছিল কপালে। ওদের সবই তো দিয়েছিলেন, তবু প্রাণে মারল কেন?” প্রসঙ্গত, পালিতা কন্যা নন্দিনী, রথীন্দ্রনাথের বড় আদরের পুযুমনি, পরিণত বয়সে বাবার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অটুট শ্রদ্ধায় লিখেছেন “বাবার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে আমি যে কতখানি অসহায় বোধ করেছি এবং এখনও করছি সে কথা বলে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।” ২৭ নভেম্বর সেই ব্যতিক্রমী কিঞ্চিৎ বিতর্কিত ও নিঃসঙ্গ কিন্তু পরম গুণী মানুষটির ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জ্ঞানের সংকট ও প্রকৃত জ্ঞানের খোঁজে

রুদ্র ইকবাল

কোন বিষয়ের পুরোপুরি অনুকরণ ও পর্যাপ্ত তথ্য মুখস্থ করায় প্রকৃত জ্ঞান না। তবে বর্তমান সময়ে তথ্য মুখস্থকরণ এবং উপলব্ধিহীন পাঠকেই জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মানুষ যদি জ্ঞানের সঠিক স্বরূপ উদঘাটন করতে না পারতো কিংবা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শুধু অনুকরণ বা অনুসরণের উপর নির্ভর করত তাহলে সে নিজেকে এবং তার বুদ্ধিমত্তাকে আবিষ্কার করতে পারতো না। প্রকৃত জ্ঞান হলো চিন্তার সাথে সত্যের সংযোগ, কোন বিষয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত স্বরূপ উদঘাটন করে সত্য উপলব্ধি'ই করায় জ্ঞান।

প্রতিষ্ঠানিক ও গতানুগতিক জ্ঞান অর্জনে তথ্যের মুখস্থকরণ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে বরং সৃষ্টি করছে অহংকারী ও নৈতিকতাবিহীন জ্ঞানী। যারা জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে ও চিন্তার সাথে সত্যের সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে তারা কেবল বিনয়ী হয়ে উঠে। যারা স্বরূপ উদঘাটনে ব্যর্থ হয় তারা অহংকারী হয়ে উঠে। এই অহংকার বৃদ্ধি পায় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক হওয়ায়, কখনো বা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী হওয়ায় কিংবা শ্রেণির প্রথম সারির শিক্ষার্থী হওয়ায়। আহমদ ছফা জ্ঞানের অহংকার নিয়ে বলেন, ‘বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের চেয়ে অহংকারটাই বেশি শিখে।’

সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ উদঘাটন নিয়ে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশের মত হলো, পৃথিবীর সব বস্তুকে একেকটা নির্দিষ্ট রূপক অর্থ দিয়ে মানুষ নিজেদের মতো করে নাম দিয়েছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে পূর্ণাঙ্গ সত্য হিসেবে। প্রত্যেক বস্তুর আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুকে বুঝতে হলে ঐ বস্তুর মধ্যে লুকায়িত সত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজে বের করার মধ্য দিয়েই সেই বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব যা প্রকৃত সত্য ও জ্ঞান'।

নীৎশের মতে, ‘মানুষ সমাজ কর্তৃক স্ক্রিপ্টেড জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হয় কিন্তু এই জ্ঞানের স্বরূপ না জানার কারণে জ্ঞানের দম্ভ করে বেড়ায় তার মাধ্যমে সে নিজের দুর্বলতায় প্রকাশ করে দেয়। অনেক সময় সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সত্য প্রকৃত সত্য উদঘাটনের পথে বাধা হয়েও দাঁড়ায়। সত্যের ছোয়া বিহীন জ্ঞানীরা মনে করে তাদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তা করে ও এবং জ্ঞানী ভাবে। এর রহস্য হলো- প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া। মানুষ যতই সত্য উপলব্ধি করতে পারে ততই সে দম্ভ থেকে মুক্ত হয়ে উঠে এবং প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে উঠে।' সমাজ কর্তৃক তৈরী রূপক সত্যকে প্রকৃত সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার যে রীতি চলমান তা প্লেটোর এলিগরি অব দ্য ক্যাভ থিওরির সাথে মিলে যায়। যেখানে প্লেটো দেখায়, কিছু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একটি গুহায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় বন্দী থাকে। তাদের সামনে কিছু প্রাণীর ছায়া ভেসে উঠত তারা সে ছায়াকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে মেনে নিতো। বন্দীদের মধ্য থেকে একজন একদিন মুক্ত হয়ে গুহার বাইরে চলে আসে এবং আবিষ্কার করে প্রকৃত সত্য সে বুঝতে পারে যে ছায়াকেই তারা সত্য হিসেবে বিবেচনা করতো তা নিছক ভ্রম।

প্লেটো তার এই থিওরির দ্বারা তুলে ধরেছেন, সমাজ দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়কে সত্য বলে আসতেছে তা মিথ্যাও হতে পারে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি ও আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন সমাজ কর্তৃক তৈরী জ্ঞানের শেকল ভাঙা। সত্য ও সত্যের পথ খুঁজতে বিখ্যাত লেখক এমারসন লিখেছেন ‘সেল্ফ রেলিয়েন্স'। এই প্রবন্ধে তিনি বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি। পৃথিবীর অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাসের আগে নিজেকে বিশ্বাস করতে বলেছেন। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেই মানুষ সত্য ও জ্ঞানের সন্ধান পাবে, পাবে ঐশী আলোর সন্ধান। নিজের পথে চলতে গিয়ে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সত্য যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করতে বলেছেন। পৃথিবীর প্রকৃত জ্ঞানীরা নিজ পথে ভ্রমণ সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করেই পৃথিবীকে দিয়েছেন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। একজন মানুষ জীবন ও জগৎ থেকে যে রহস্য উদ্ধার করতে পারে যদিও তা সমাজস্বীকৃত নয় তাই তার জ্ঞান, তাই সত্য। কাজী নজরুল ইসলাম “আমার পথ” প্রবন্ধে দৃঢ় চিত্তের সাথে উল্লেখ করেছেন- ‘আমার সত্যই আমার পথ।' সক্রেটিস আবার নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সক্রেটিসের মতে, মানুষ যখন নৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সত্যের খোঁজ করে তখন সে আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক সত্য সম্পর্কে অবগত হতে থাকে। আর এই সত্যই হলো জ্ঞান। সক্রেটিসকে এই সত্য ও তার উপলব্ধ জ্ঞান আঁকড়ে ধরতে গিয়ে তৎকালীন রাজা কর্তৃক হেমলক পান করানো হয়, মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়।

অনুকরণের যুগে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ এমারসন বলেছেন, ‘অন্যকে অনুকরণ'ই হলো আত্মহত্যা। অনুকরণ বিহীন সত্য উপলব্ধির দ্বারা মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের নিকটে যায় এবং এই জ্ঞানের উৎকর্ষতাই তাকে জ্ঞানের দম্ভ, অনৈতিক হওয়া থেকে রক্ষা করবে। যে যত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারবে সে তত সত্য জানবে, সে ততই প্রকৃত জ্ঞান আবিষ্কার করতে পারবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2-12-25.pmd 1 02-12-2025, 23:33

মানবাধিকারের উপর মঙ্গলবার আগরতলায় একদিবসীয় এক কার্যক্রম আয়োজিত হয়।

সঞ্চার সাথী নতুন পেগাসাস স্পাইওয়্যার? কেন্দ্রের আদেশে তোলপাড়

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, এখন থেকে সমস্ত স্মার্টফোনে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক। সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে তীব্র বিতর্ক। অনেকেই অ্যাপটিকে পেগাসাস স্পাইওয়্যারের সঙ্গে তুলনা করছেন। যদিও এটি অতিরঞ্জিত বক্তব্য, তবে সরকারের এই আদেশ বেশ কিছু প্রশ্ন উঠিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে গোপনীয়তা এবং নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে।

কংগ্রেস সদস্য কীর্তি চিদাম্বরম এই সিদ্ধান্তকে 'পেগাসাস প্লাস প্লাস' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিগ ব্রাদার আমাদের ফোনের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনও নিয়ন্ত্রণে নেবে।' কেননা, কেন্দ্রীয় সরকার স্মার্টফোন নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়েছে, যে তারা বাধ্যতামূলকভাবে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ ফোনে প্রি-ইনস্টল করবে এবং পুরনো ফোনে সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে এই অ্যাপ ইনস্টল করা হবে। অ্যাপটি কোনোভাবেই মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা যাবে না।

কংগ্রেসের অভিযোগে যোগ দিয়ে সমাজবাদী দলের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী রাইসাবায় লিখেছেন, 'সঞ্চার সাথী অ্যাপের মাধ্যমে সরকার মোবাইল ফোনে পূর্ণ নজরদারি চালাবে, এটি এক ধরনের "বিগ বস" নজরদারি মুহূর্ত।' সিপিআই(এম) সাংসদ জন ব্রিটাসও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'পরবর্তী পদক্ষেপ অবশ্যই হবেসব ভারতীয় নাগরিকের জন্য অ্যাঙ্কল মনিটর, কলার ও ব্রেইন ইমপ্লান্ট। তবেই সরকারের কাছে আমাদের ভাবনা এবং কাজের পুরোপুরি তথ্য থাকবে।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষক তেহসিন পুনাওয়ালা এই পদক্ষেপকে 'গোপনীয়তা ও স্বাধীনতার উপর তীব্র আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই অ্যাপটি প্রতিটি ফোনে প্রি-ইনস্টল করা এবং তা মুছে ফেলার সুযোগ না থাকাটা মানে সরকারের কাছে আমাদের কল, মেসেজ এবং লোকেশন ট্র্যাক করার ক্ষমতা থাকা।'

তবে, বিজেপি সাংসদ শশাঙ্ক মণি ত্রিপাঠি এই পদক্ষেপের পক্ষ থেকে সাফাই দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'গোপনীয়তার কোন বিপদ নেই এবং সমস্ত ডেটা ডিজিটালি সুরক্ষিত থাকবে।' ত্রিপাঠি আরও বলেন, 'আমি আইআইটি থেকে পড়েছি, আমি জানি কী ধরনের সাইবার আক্রমণ হচ্ছে... আমাদের ডেটা কখনও বেরিয়ে যাবে না এবং নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা ডিজিটালি সুরক্ষিত থাকবে।'

এবার আসুন, সঞ্চার সাথী অ্যাপের বিষয়ে বিস্তারিত জানি। সরকার বলছে, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল 'নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ভুয়া মোবাইল ফোন বাজারে আসা রোধ করা।' স্মার্টফোন নির্মাতাদের জন্য একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপটি মোবাইল ফোনের প্রথম ব্যবহার বা সেটআপের সময় ব্যবহারকারীর কাছে দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য রাখবে এবং এর কার্যকারিতা কোনওভাবেই নিষ্ক্রিয় বা সীমিত করা যাবে না।

এর মানে, শুধু অ্যাপটি ফোনে থাকতে হবে না, তা ব্যবহারকারী মুছে ফেলতে বা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন না। এর ফলে, প্রশ্ন উঠছেঅ্যাপটি কি পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মতো ব্যবহারকারীদের ফোনে নজরদারি চালাতে পারে? যদিও 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপটি পেগাসাসের মতো বিশেষভাবে লক্ষ্যভিত্তিক স্পাইওয়্যার নয়, তবে এটি যে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করছে, তা অস্বীকার করা যায় না। অ্যাপটি ফোনের ক্যামেরা, কল লোগ, মেসেজ, নেটওয়ার্ক স্টেট ইত্যাদি অ্যাক্সেস করার জন্য অনুমতি চায়। যদিও এই সব অনুমতি অ্যাপটির মূল কাজফোন খোঁজার কাজে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের ডেটা সংগ্রহের ক্ষমতা একসময় ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এই পদক্ষেপ নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে গোপনীয়তা, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এটি কি একটি সুরক্ষা পদক্ষেপ, নাকি এটি সরকারের জন্য একটি নতুন নজরদারি যন্ত্র হয়ে উঠবে? সময়ই বলবে, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং রাজনৈতিক মহলে এই বিষয়ে তীব্র বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার স্পষ্টীকরণ: 'এটি ঐচ্ছিক, মুছে ফেলতে পারবেন'

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন সঞ্চার সাথী অ্যাপের নির্দেশনা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর, যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, এই অ্যাপটি বাধ্যতামূলক নয় এবং ব্যবহারকারীরা চাইলে এটি মুছে ফেলতে পারবেন।

আগে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, সঞ্চার সাথী অ্যাপটি সমস্ত মোবাইলে প্রি-ইনস্টল করা হবে এবং ব্যবহারকারীরা এটি আনইনস্টল বা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন না। তবে সিন্ধিয়ার এই নতুন বক্তব্যে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সামনে সিন্ধিয়া বলেছেন, 'যদি আপনি সঞ্চার সাথী ব্যবহার করতে না চান, তবে আপনি এটি মুছে ফেলতে পারবেন। এটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। এটি আমাদের দায়িত্ব ছিল যাতে সবাই এই অ্যাপটির পরিচয় পায়, কিন্তু এটি ডিভাইসে রাখা বা না রাখা, তা ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত।' তিনি আরও বলেন, 'এই অ্যাপটি একেবারে কোনও ধরনের গোপনীয়তা লঙ্ঘন বা কল মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্যে নয়। এটি শুধুমাত্র সাইবার প্রতারণা রোধ করার জন্য একটি সরঞ্জাম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।' এখন, সরকারের এই পরিষ্কারীকরণের পরও সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক মহলে আলোচনা থামছে না। অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, বিশেষ করে গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, এই অ্যাপটির মূল উদ্দেশ্য হল সাইবার অপরাধ এবং ভুয়া মোবাইল ফোন প্রতিরোধ করা। এদিকে, সিন্ধিয়ার এই বক্তব্যের পরও অনেক ব্যবহারকারী এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা সরকারের নজরদারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, যেহেতু সরকার বাধ্যতামূলকভাবে অ্যাপটি ইনস্টল করতে বলেছে, তাই এটি ভবিষ্যতে নজরদারি বা ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যদিও মন্ত্রী বলেছেন যে এটি শুধুমাত্র সাইবার নিরাপত্তা এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করার জন্য, তবুও এই উদ্যোগের ব্যাপারে বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে তোলপাড়, রেনুকা চৌধুরীর সংসদে কুকুর নিয়ে আসা নিয়ে বিতর্ক

নয়া দিল্লি, ২ ডিসেম্বর: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মঙ্গলবার সংসদ ভবনে দলের সাংসদ রেনুকা চৌধুরী কর্তৃক এক পথহারা কুকুর সংসদ ভবনে নিয়ে আসার ঘটনায় মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'পেটস (পোষা প্রাণী) বাইরে আসতে দেওয়া হয় না, কিন্তু "ভিতরে" তাতে কোন সমস্যা নেই।'

গান্ধী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'আজকের মূল আলোচনার বিষয় কুকুর, মনে হয়। ওই কুকুরের কী দোষ? কুকুরটি এখানে এসেছিল। কেন সেটাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি?' তিনি সংসদ ভবনের দিকে ইঙ্গিত করে আরও বলেন, 'পেটস এখানে আনা যায় না, কিন্তু তারা ভেতরে আসতে পারে।'

তিনি পরে মন্তব্য করেন, 'এটাই আজকাল ভারতের আলোচ্য বিষয়।' তবে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির মুখপাত্র প্রভদীপ ভান্ডারি। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, 'রাহুল গান্ধী তাঁর কংগ্রেস সদস্যদের এবং বিরোধী নেতাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছেন! এইভাবে পারিবারিক দল "গণতন্ত্রের মন্দির"কে অপমান করছে।'

এদিকে, কংগ্রেস সাংসদ রেনুকা চৌধুরী গত সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদ ভবনের মাঠে এক পথহারা কুকুর নিয়ে আসেন, যা নিয়ে অন্য সাংসদদের মধ্যে প্রতিবাদ দেখা যায়। চৌধুরী তাঁর পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'এখানে যারা বসে আছেন, তারা আসল কুকুর। যারা মানুষের উপর আক্রমণ চালায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি ওই কুকুরটিকে সংসদ ভবনে নিয়ে এসেছি কারণ আমি পথ চলতে গিয়ে একটি স্কুটার ও গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ দেখতে পাই। তারপরই কুকুরটিকে রাস্তার পাশে দেখে তাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

কংগ্রেসসহ বিরোধী নেতাদের সংসদে এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভ, নির্বাচনী সংস্কারের দাবী

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে বিশেষ তীব্র পুনঃ সংশোধন এবং নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সাবেক সভাপতি সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতারা।

বিরোধী নেতারা পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড হাতে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের একটি বিশাল ব্যানারও ছিল, যার উপর লেখা ছিল "স্টপ এসআইআর-স্টপ ভোট চুরি" এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

এছাড়াও, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বেদ্রা, ডিএমকের ক. কানিমোঝি, তামিলনাড়ুর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা টি.আর. বালু সহ অনেক বিরোধী নেতা সংসদের মাকার দ্বারের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন।

শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই লোকসভায় একাধিক বিরতি ঘটে এবং রাজ্যসভায় বিরোধীরা ছজ্জট্ট নিয়ে আলোচনার দাবিতে পদত্যাগ করে। সরকার দাবি করেছে যে তারা আলোচনার বিরুদ্ধে নয়, তবে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

সোমবার সংসদ ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, বিরোধীরা সংসদকে নির্বাচন প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছে বা পরাজয়ের পর তাদের হতাশা প্রকাশ করার জায়গা হিসেবে পরিণত করেছে।

তিনি বিরোধী দলগুলোকে রাজনীতিতে ইতিবাচকতা আনার জন্য পরামর্শ দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

সরকারের নতুন নির্দেশ: ভারতীয় মোবাইলে সঞ্চার সাথী অ্যাপ ইনস্টল বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : এবার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দেশবাসীর মধ্যে নানা উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত সোমবার রাতে সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় ফোন কোম্পানিগুলিকে 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ সমস্ত মোবাইলে প্রি-ইনস্টল করতে হবে, যা শুধু নতুন ফোনে নয়, পুরনো ফোনেও সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ইনস্টল করা হবে।

এই পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিগুলিকে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ১২০ দিনের মধ্যে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকায় সরকারের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, মূলত সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ভুয়া বা ডুপ্লিকেট আইএমইআই নাম্বার এর মাধ্যমে ফোন ব্যবহারের অসঙ্গতি ঠেকানো।

'সঞ্চার সাথী' একটি সরকারিভাবে তৈরি মোবাইল সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপ, যা ব্যবহারকারীদের ফোন হারালে তা ব্লক করতে সাহায্য করে। অ্যাপটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করে: হারানো বা চুরি হওয়া ফোন ব্লক করা, আইএমইআই যাচাই করে ফোনের পরিচয় নিশ্চিত করা, ব্যবহারকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর গুলি দেখতে পাওয়া, সন্দেহজনক কল বা যোগাযোগ রিপোর্ট করা, পুলিশকে চুরি হওয়া ডিভাইস ট্র্যাক করতে সহায়তা করা।

এছাড়াও, 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ ব্যবহারকারীদের ফোনের ডেটা যেমন কল লোগ, মেসেজ, ক্যামেরা অ্যাক্সেস, এবং ফোনের নেটওয়ার্ক স্টেটের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা নিয়ে বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এই অ্যাপটি সুরক্ষা এবং ফ্রড প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সহায়ক। তবে, মোবাইল ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ এই পদক্ষেপকে তাদের গোপনীয়তা ও স্বাধীনতার উপর আঘাত হিসেবে দেখছে। বিশেষ করে, তাদের উদ্বেগ হচ্ছে যে, এই অ্যাপটি ফোনে ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে সরকার কোনও একটি ডিভাইসে প্রবেশের সুযোগ পাবে এবং তা দিয়ে ব্যবহারকারীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

এদিকে, স্যোশাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তেহসিন পুনাওয়ালা এক টুইটে বলেন, 'এটি একটি ভয়াবহ পদক্ষেপ! ভারতীয় নাগরিকদের গোপনীয়তা ও স্বাধীনতার উপর চরম আঘাত। এই অ্যাপটি ফোনে প্রি-ইনস্টল করা এবং তা মুছে ফেলার উপায় না থাকা মানে সরকারের কাছে আমাদের কল, মেসেজ এবং লোকেশন ট্র্যাক করার ক্ষমতা থাকা।'

এই পদক্ষেপের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনেকেই এটিকে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আচরণ হিসেবে দেখছেন। এটি মনে করা হচ্ছে যে, এমন পদক্ষেপগুলি সাধারণত রাশিয়া বা চীনের মতো দেশগুলিতে দেখা যায়, যেখানে সরকার সাধারণ মানুষের ফোনে নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকার পায়।

সরকার যদিও এই পদক্ষেপকে একটি সুরক্ষা পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে, তবুও এটি যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠছেএটা কি সত্যিই তাদের সুরক্ষার জন্য, নাকি এটি একটি গোপন নজরদারি নীতির অংশ?

ভারত সরকার দাবি করেছে যে, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সুরক্ষা বাড়ানো হবে এবং এটি ফোন চুরি, জালিয়াতি এবং অবৈধ মোবাইল সংযোগ বন্ধ করতে সহায়তা করবে। তবে, প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এমন পদক্ষেপে গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন, সময়ই বলবে এই পদক্ষেপটির বাস্তবায়ন কেমন হবে এবং জনগণের প্রতি এর প্রভাব কেমন থাকবে।

পার্লামেন্টে এসআইআর বিতর্ক: ভোটার তালিকা সাফাই নিয়ে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত কেন্দ্র, সরকারি বক্তব্য

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আজ সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশনে পার্লামেন্ট বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন যে, সরকার ভোটার তালিকা সাফাই বা এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত, তবে তিনি বিরোধী দলগুলোকে সময়সীমা নিয়ে জোরাজুরি না করতে আহ্বান করেছেন। সরকার বিরোধী দলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে নির্বাচনী সংস্কারের ওপর একটি আলোচনা করার সম্মতি জানিয়েছে, যার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিটি রাজ্যে নির্বাচনী কমিশনের নির্দেশিত এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক তীব্র হয়েছে, জানিয়েছেন সরকারী সূত্র।

আজকের অধিবেশনটি শুরু হয় বিরোধী দলের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে, যেখানে তারা দাবি করেছে যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজ্যগুলোতে ভোটার তালিকার পুনঃতদন্তের কাজ অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু, যেগুলি বিজেপির বাইরে শাসিত রাজ্য, এবং যেখানে আগামী বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, সেগুলোর ভোটার তালিকা পুনঃসংশোধনের বিরুদ্ধে বিরোধীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীরা বলছে, এই এসআইআর একটি অজুহাত, যার মাধ্যমে তারা 'বৈধ' ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারে। তারা বিহারের গত মাসের নির্বাচনের উদাহরণ তুলে ধরেছে, যেখানে এসআইআর-এর পর বিজেপি বিপুল জয় পেয়েছে, এবং এটি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগকে সমর্থন করেছে। বিরোধীরা অভিযোগ করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে এই ভোটার তালিকা সাফাই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তবে, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগগুলি দৃঢ়ভাবে নাকচ করেছে। এই বিতর্কটি সুপ্রিম কোর্টেও গড়িয়েছিল, যেখানে শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনের পক্ষেই রায় দিয়েছে,

Notice Inviting e-Tender

The Additional Project Director Tourism Cum Managing Director TTDCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites Item rate e-Tender, from eligible Bidders for Supply and Commissioning of (i) FRP Kayaks and Accessories(ii) Supply of 30-seater Battary Operated Boats all complete (iii)Supply of Floating Pontoon ID No. and Accessories Al 1 complete under ADB Project vide tender 2025_ADBTT 67662 1, dated 27-11-2025. for more https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through Estimated Cost Put to Tender is 5,36,00,000/-
ICA/C3237/25

Sd/-
e-mail.
Additional Project Director(Tourism)
Cum Managing Director, TTDCL

WALK IN INTERVIEW

Applications are invited in plain paper for the engagement of part time teacher for 11(Eleven) months for teaching in Bengali & English subject for Post Graduate level at Iswar Chandra Vidyasagar College, Belonia, South District, Tripura. Willing candidates are requested to bring their original Marks-Sheet and certificates with photocopies of the same along with an application in plain paper on 10-12-2025 to the office of the principal by 12 noon.
1. Qualifications:
A) At least 55% marks in Master's Degree level in English subject.
B) 5% marks relaxation in case of the ST/SC/PH/Ph.D Degree holder candidates.
RA
C) Preference to be given to NET/SLET/Ph.D degree holder candidates.
2. Engagement will be made on the basis of merit as per the API score system decided according to the up-to-date bio-data till 11.12.2024 and the reservation policy adopted by the state Government.
3. Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs 30000/-(Rupees thirty thousand) only per month and other terms and conditions for the engagement will be made as per guidelines/norms of the State Government from time to time.
MS
4. Selected candidate has to perform other duties as per requirement of college time to time after joining for his/her during engagement tenure and he will left from duties after completing tenure as per conditions.
ZSJD. 1968
ICA/D/1440/28 - 11 Fratele

(Dr. Monoranjan Das)
Principal
Iswar Chandra Vidyasagar College,
Belonia, South District, Tripura

PNIET No. e-PT-XXVIII/EE/RD/STB/2025-26, Dated-29/11/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura 'The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites 01 No item wise single bid e-tender from the eligible bidders in PWD Form-8 up to 2.00 P.M. on 08/12/2025 for Empanelment of consultant for preparation of Detailed Project Reports (DPRs) as per Latest Guidelines of PMGSY etc. for Rural Road Projects (Including Bridges, Cross drainage Structures) for the unconnected habitations under R.D Santirbazar Division, South Tripura. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436593289. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 3227/25

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

P'NIET No.: 117/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:26/11/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturers/ authorized dealers in the line having Service Centre at Agartala/should establish service centre in Tripura after received the contract and having experience in similar nature of work (in Govt./ Govt. Undertaking building) for the following work:-

DNIT No.	66/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work:	Construction of Administrative Block of Tribal Research & Cultural Institute (TR & CI), Govt. of Tripura at Lembucherra , Mohanpur Sub-Division, West Tripura /SH: Vertical extension of first floor & second floor over existing ground floor / Providing, Installation and commissioning of Hi-wall Split type and Cassette type Air Conditioning Machines at Tribal Research & Cultural Institute (TR & CI), Govt. of Tripura at Lembucherra , Mohanpur Sub-Division, West Tripura
Estimated cost:	Rs. 1,335,600.00
Time of Completion:	90 days
Bid fee:-	Rs. 1000.00
Earnest Money:	Rs. 26712.00
Last date and time of submission of bid:	05/12/2025

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
ICA/C 3234/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura

মঙ্গলবার আগরতলায় এলআইসির জীবন বীমার উপর এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইলিশ বা চিংড়ি নয় মুরগি ভাপা

ছুটির দিন মনে বাঙালির পাতে চিকেন পড়বেন এটা ভাবা যায় না। রবিবার মানেই জমিয়ে খাওয়া দাওয়া। তবে সবসময় মুরগির ঝোল কিংবা কষা খেতে মোটেই ভাল লাগে না। স্বাদ বদলাতে নতুন কী তৈরি করা যায় ভেবেই নাজেহাল? বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন মুরগি ভাপা। ছুটির দিনে অথবা বাড়িতে অতিথি এলেও বানাতে পারেন চিকেনের এই সুস্বাদু পদ। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই রেসিপি।

উপকরণ:- আধা কেজি মুরগির মাংস (হাড় ছাড়া), পেঁয়াজ কুচি, রসুন বাটা, পোস্ত বাটা, সর্ষে বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, টক দই, স্বাদমতো নুন ও চিনি, রান্নার জন্য সর্ষে তেল।

পদ্ধতি:- মুরগির মাংস ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। এবার একটা বড় টিফিন বাক্সে প্রথমে টক দই, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল, স্বাদ মতো নুন নিয়ে ভালো ভাবে মাখিয়ে নিন। এর মধ্যে পোস্ত বাটা, সর্ষে বাটা, লঙ্কা বাটা, কাজুবাদাম বাটা দিয়ে আবারও ভালো করে মাখিয়ে নিন। মশলার এই পেস্টের মধ্যে মাংসের টুকরোগুলি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর কড়াইতে সর্ষে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি আর রসুন বাটা একসঙ্গে হালকা ভেজে নিন। মাংসের সঙ্গে এই পেঁয়াজ-রসুন ভাজাও মিশিয়ে নিন। তারপর পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিন। প্রেশার কুকারে অল্প জল দিয়ে মাংসের পাত্রটি তাতে বসিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে দিন। কয়েকটা সিটি দিয়ে নামিয়ে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মুরগি ভাপা। গরম গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুরগি ভাপা।

মানকচু দিয়ে মুরগির ঝোল

চিকেন সবারই খুব প্রিয়। যে ভাবেই রান্না করা হোক না কেন তার স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। স্টার্টার থেকে মেইন কোর্স, সবেতেই হিট চিকেন। সাধারণত মুরগির মাংসের ঝোল অথবা, কষাই রান্না করা হয়। তবে মানকচু দিয়ে মুরগির মাংস খেয়েছেন কখনও? ছুটির দিনে ট্রাই করে দেখতে পারেন। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই রেসিপি।

উপকরণ:- মানকচু পরিমাণমতো, এক কেজি মুরগির মাংস, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, হলুদ গুঁড়ো, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, এক কাপ নারকেল দুধ, পরিমাণমতো তেল, স্বাদ অনুযায়ী নুন।

পদ্ধতি:- মানকচু ভালো ভাবে ধুয়ে চৌকো চৌকো করে কেটে নিন। এরপর জলে নুন আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন কচু। এরপর কচু থেকে বাড়তি জল ঝরিয়ে নিন। মুরগির মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখবেন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে ভেজে নিন। আদা-রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে কষাতে থাকুন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে মাংস দিয়ে আবার কষাতে থাকুন ভালো ভাবে। ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। মাঝেমাঝে ঢাকনা খুলে নাড়াচাড়া করে দেবেন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে জল ঝরানো মানকচু তাতে দিয়ে ভালো করে আবার কষিয়ে নিতে হবে। খানিকক্ষণ রান্না করার পর নারকেলের দুধ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন। প্রয়োজনে অল্প জলও দিতে পারেন। ফুটিয়ে নিন আরও কিছুক্ষণ। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মানকচু মুরগির ঝোল। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

লাউয়ের মালাইকারি

সপ্তাহে এক দুদিন অনেকের বাড়িতেই নিরামিষ পদ রান্না হয়ে থাকে। কিন্তু এই দিন কী রান্না হবে তা নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েন গৃহকর্তীরা। সেই একঘেয়ে পনির, পোস্ত, শুক্তো খেতে চায় না বাড়ির কেউই। নতুন ধরনের খাবারের স্বাদ পেতে চায় সকলে। ঘরে লাউ থাকলে তা দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন নিরামিষ লাউয়ের মালাইকারি। গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ লাগে লাউয়ের এই পদ। তাহলে দেখে নিন কী ভাবে তৈরি করবেন এই লাউয়ের মালাইকারি।

উপকরণ:- মাঝারি সাইজের একটি লাউ, নারকেল কোরা, নারকেল দুধ, আধা চা চামচ গোটা জিরে, ২টো শুকনো লঙ্কা, এক চামচ আদা বাটা, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি, সর্ষেরে তেল।

পদ্ধতি:- লাউ ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। এরপর কড়াইয়ে তেল দিয়ে গরম করে তার মধ্যে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। একটু ভেজে নিন। তারপর আদা বাটা ও কেটে রাখা লাউ দিয়ে নাড়তে থাকুন। এর মধ্যে আন্দাজ মতো নুন, চিনি ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে রান্না করুন। ঢাকনা চাপা দিয়ে লাউ সেদ্ধ হতে দিন। মাঝেমাঝে ঢাকা খুলে নেড়ে দেবেন। লাউ আধ সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে নারকেল দুধ দিয়ে দিন। আরও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে কড়াই ঢাকা দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট এরকম ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপর ঢাকনা খুলে দিয়ে দিন নারকেল কোরা। মিশিয়ে নিন ভাল করে। খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে লাউয়ের মালাইকারি। সাদা ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পাউরুটি দিয়ে হালুয়া

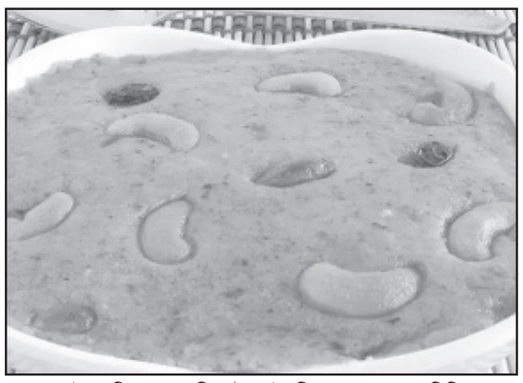

ব্রেকফাস্টে বেশিরভাগ বাড়িতেই পাউরুটির হরেক রকমের পদ হয়ে থাকে। পাউরুটির যে কোনও খাবারই খুব তাড়াতাড়ি তৈরিও হয়ে যায়। সেই জন্য অনেকেই বাড়িতে প্যাকেট প্যাকেট পাউরুটি মজুত করে রাখেন। সেদ্ধ ডিম ও কলার সঙ্গে স্যাঁকা পাউরুটি, ডিম টোস্ট, স্যান্ডউইচ, জ্যাম বা মাখন দিয়ে পাউরুটি তো প্রায় দিনই খাওয়া হয়। এগুলি ছাড়াও পাউরুটি দিয়ে তৈরি করতে পারেন মিষ্টি পদও। একেবারে নতুন স্বাদের কোনও মিষ্টি খেতে চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন পাউরুটির হালুয়া। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই পাউরুটির হালুয়া।

উপকরণ:- ৮-১০ পিস পাউরুটি, দুধ পরিমাণমতো, স্বাদমতো ঘি, দুই টেবিল চামচ গোলাপ জল, ১০-১২টা আমন্ড, কাজুবাদাম কয়েকটা, পেস্তা কয়েকটা, ৭-৮টা কিশমিশ, হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ, চিনি স্বাদ অনুযায়ী।

প্রণালি:- সবকটি পাউরুটি ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিতে হবে। আমন্ড, কাজু, পেস্তা ও কিশমিশ আগে থেকে জলে ভিজিয়ে রাখবেন। এরপর বাদামগুলোর খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে নেবেন। এবার গ্যাসে ফ্রাইং প্যান বসিয়ে সামান্য ঘি দিন। তাতে এমনি দুধ, গুঁড়ো দুধ ও চিনি একসঙ্গে দিয়ে দিন। জ্বাল দিন বেশ কিছুক্ষণ। তার পর এতে পাউরুটির টুকরোগুলি দিয়ে মেশান ভাল করে। দুধ শুকিয়ে এলে সবকটা বাদাম এবং গোলাপ জল মিশিয়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন পাউরুটির হালুয়া।

দক্ষিণী খাবার চিকেন ঘি রোস্ট

প্রত্যেক রবিবারই অনেক বাড়িতেই চিকেন রান্না হয়ে থাকে। কিন্তু রোজ একই রকম চিকেনের রেসিপি খেতে কারুরই ভালো লাগে না। তাই এবার স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলতেই পারেন দক্ষিণী পদ চিকেন ঘি রোস্ট। বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদেরও রেঁধে খাওয়াতে পারেন এই পদ। তাহলে জেনে নিন কীভাবে বানাবেন চিকেনের এই পদ।

উপকরণ:- এক কেজি চিকেন, আধ কাপ টক দই, পেঁয়াজ কুচি, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, পাতিলেবুর রস, ৪-৫টা শুকনো লঙ্কা, গোটা গোলমরিচ, লবঙ্গ, মৌরি, গোটা ধনে, গোটা জিরে, তেঁতুলের ক্বাথ, স্বাদমতো নুন ও চিনি, কয়েকটা কারিপাতা, ঘি পরিমাণমতো।

প্রণালি:- প্রথমে মুরগির মাংস ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটা বাটিতে টক দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লেবুর রস আর নুন দিয়ে চিকেন মাখিয়ে ম্যারিনেশনের জন্য এক ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। কড়াইতে শুকনো লঙ্কা, মৌরি, গোটা জিরে, গোটা ধনে, গোটা গোলমরিচ, লবঙ্গ একটু ভেজে ঠান্ডা করে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। এবার কড়াইতে ঘি গরম করে কারিপাতা ফোড়ন দিন। কারিপাতার গন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। রসুন বাটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিন। তারপর ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে রান্না করুন। ভালো করে কষাতে থাকুন। মাঝেমাঝে ঢাকনা খুলে নাড়াচাড়া করে দেবেন। মাংস কষানো হলে এবং সেদ্ধ হয়ে এলে তেঁতুলের ক্বাথ, চিনি এবং ভাজা মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে আবারও ভালো করে কষিয়ে নিন। এর পর কড়াইতে পরিমাণমতো জল দিয়ে দিন। ঝোল একদম শুকিয়ে গেলে এবং ঘি আলাদা করে ভেসে উঠলেই তৈরি চিকেন ঘি রোস্ট! পরোটা কিংবা নানের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন চিকেনের সুস্বাদু এই রেসিপি।

রেস্তোরাঁর স্টাইলে কুং পাও চিকেন

ভোজনরসিকদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই চাইনিজ খাবার খেতে পছন্দ করে। সাধারণত চাইনিজ বলতে চিলি চিকেন, চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস, নুডলসের কথাই মাথায় আসে। এবার চেখে দেখুন একেবারে নতুন স্বাদের কুং পাও চিকেন। তবে এর জন্যে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। খুব সহজে বাড়িতেই বানাতে পারেন। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই কুং পাও চিকেন।

উপকরণ:- ২৫০ গ্রাম হাড় ছাড়া মুরগির মাংস (কিউব করে কাটা), ১টা ডিম, আধা চামচ আদার রস, আধা চামচ রসুনের রস, একটা ক্যাপসিকাম (সরু লম্বা করে কাটা), কাজু বাদাম, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, রসুন কুচি, ২টো শুকনো লঙ্কা, টোম্যাটো সস, শুকনো লঙ্কা বাটা, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, স্বাদমতো নুন ও চিনি, রান্নার জন্য সাদা তেল।

পদ্ধতি:- প্রথমে চিকেনের পিসগুলো ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে ডিম, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, আদার রস, রসুনের রস, তেল, নুন একসঙ্গে মাখিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। এর মধ্যে চিকেন ভাল করে মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে চিকেন ভেজে তুলে রাখুন। এরপর ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে শুকনো লঙ্কা, রসুন কুচি, আদা কুচি, কাজু বাদাম একটু নেড়েচেড়ে নিন। এতে ক্যাপসিকাম কুচি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে শুকনো লঙ্কা বাটা, টোমেটো সস, চিনি, নুন দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। তারপর ভেজে রাখা চিকেন দিয়ে মিশিয়ে নিন। আঁচ বাড়িয়ে কয়েক মিনিট টস করে নিতে হবে। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কুং পাও চিকেন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

চটজলদি বানিয়ে ফেলুন 'রাবড়ি কেক'

ভরপেট খাওয়ার পর একটু মিষ্টি কিছু না হলে বাঙালির ঠিক মন ভরে না আর খাওয়া টাও যেনো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সচরাসচর দোকান থেকেই মিষ্টি কিনে খাওয়া হয়ে থাকে। মিষ্টি বানানো ঝক্কির ভেবে অনেকেই বাড়িতে বানানোর ঝুঁকি নেন না। তবে এমন কিছু মিষ্টির পদ রয়েছে, যা বাড়িতে তৈরি করা খুবই সহজ। তেমনই একটি রেসিপি হল 'রাবড়ি কেক'। ঘরে থাকা জিনিস দিয়েই বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই রাবড়ি কেক।

উপকরণ:- ১ কাপ ময়দা, ১ চা চামচ বেকিং পাউডার, আধা চা চামচ বেকিং সোডা, স্বাদ অনুযায়ী গুঁড়ো চিনি, টক দই, সাদা তেল, দুধ পরিমাণমতো। রাবড়ির জন্য ১ লিটার দুধ, স্বাদ অনুযায়ী চিনি, আধা চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, আমন্ড, এক চিমটি কেশর (দুধে ভেজানো)।

প্রণালী:- একটি বড় পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, সাদা তেল, টক দই, গুঁড়ো চিনি একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে ফ্যাটাতে থাকুন। একেবারে থকথকে মসৃণ ব্যাটার তৈরি করে নিন। যাতে কোনও ঢেলা হয়ে না থাকে। ঘরে গুঁড়ো চিনি না থাকলে সাধারণ চিনি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিতে পারেন। এবার কেক তৈরির পাত্রে ভাল করে তেল মাখিয়ে নিন। তাতে ময়দার মিশ্রণ সাবধানে ঢেলে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে কেক বেক করে নিন। তারপর পরিবেশন করুন রাবড়ি কেক।

সুস্বাদু এগ মাখানি

সকলেই ডিম খেতে খুবই পছন্দ করেন। ডিম সেদ্ধ থেকে শুরু করে অমলেট, ডিমের কারি, ডিম কষা, যেকোনও পদই পাতে পড়লে খাওয়ার একেবারে জমে ওঠে। তবে ডিমের এই সব পদ তো প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। তাই বাড়িতেই একটু অন্য স্বাদের রেসিপি এগ মাখানি ট্রাই করে দেখুন।

উপকরণ:- ৪টে সেদ্ধ ডিম, এক চা চামচ মাখন, ২ টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম, ১ চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১/৪ টেবিল চামচ গোটা জিরে পরিমাণমতো গরম মশলা পাউডার, আদা-রসুন পরিমাণমতো, একটা মাঝারি পিঁয়াজ কুচি, দুটো কাঁচালঙ্কা কুচি, দুটো টমেটো কুচি (খোসা ছাড়ানো), স্বাদমতো লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, ১ টেবিল চামচ ঘি

প্রণালি:- প্রথমে ব্লেন্ডারে আদা, রসুন, গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটি স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিন। এবার গ্যাসে প্যান বসিয়ে ঘি গরম করুন, তাতে পিঁয়াজ কুচি দিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্য্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা-রসুন পেস্ট দিয়ে নাড়তে থাকুন ভালভাবে। এবার টমেটো কুচি দিয়ে নাড়ুন ভালভাবে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত টমেটো ভাল করে গলে যাচ্ছে। সবকিছু ভাল করে ব্লেন্ড হয়ে গেলে চিলি পাউডার, গরম মশলা, ধনে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন দিয়ে ভাল করে মেশান। তাতে এক কাপ জল দিয়ে নেড়ে মাঝারি আঁচে পাঁচ মিনিট মতো রান্না করুন। ওপরে তেল ভেসে উঠলে ডিমগুলো দিয়ে দিন। আরও পাঁচ মিনিট রান্না করুন কম আঁচে। ভালভাবে রান্না হয়ে গেলে ওপরে ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিন, তারপর মাখন দিয়ে, ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এরপর নামিয়ে নিয়ে লাছা পরোটা, পরোটা বা রুটির সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সুস্বাদু চকোলেট রাবড়ি

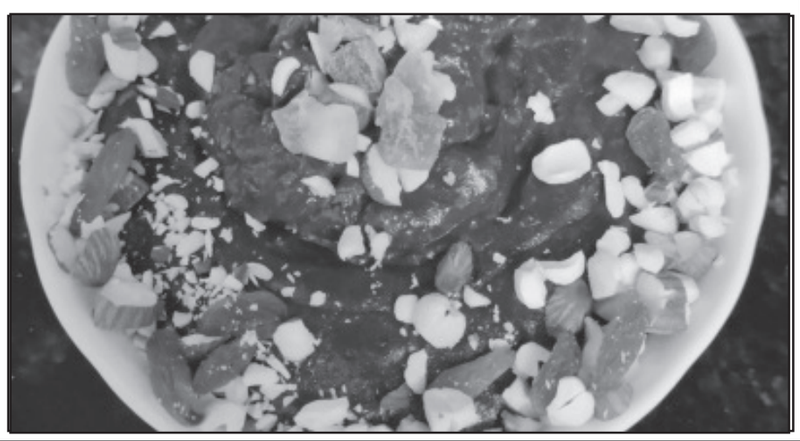

বাঙালিরা শেষ পাতে একটু মিষ্টি খেতে সকলেই খুব পছন্দ করে থাকেন। কিন্তু রোজ রোজ তো দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আনা সম্ভব নয়। এমন কিছু মিষ্টির পদ রয়েছে, যা বাড়িতেই খুব সহজে তৈরি করা যায়। তেমনই একটি রেসিপি হল 'রাবড়ি'। ঘরে থাকা জিনিস দিয়েই তৈরি করা যায়, আর সময়ও লাগে কম। তাহলে জেনে নিন কী ভাবে বাড়িতে খুব সহজেই বানাবেন এই চকোলেট রাবড়ি।

উপকরণ:- এক লিটার দুধ, আধা কাপ গুঁড়ো দুধ, ড্রাই ফ্রুটস কুচানো, স্বাদ অনুযায়ী গুঁড়ো চিনি, নারকেল কোরা, তিন চামচ কোকো পাউডার

পদ্ধতি:- একটি সসপ্যানে এক লিটার দুধ নিয়ে গ্যাসে জ্বাল দিতে বসাতে হবে। এর মধ্যে গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে দেবেন ভালো ভাবে। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় ক্রমাগত হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। স্বাদ অনুযায়ী পাউডার চিনিও মিশিয়ে দেবেন এতে। এরপর দুধ বেশ ঘন হয়ে এলে নারকেল কোরা দিয়ে দিন। দুধের সঙ্গে নারকেল মিশিয়ে নিন ভালো ভাবে। এবার এতে দিয়ে দিন কোকো পাউডার। ক্রমাগত নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ফুটে ফুটে একেবারে থকথকে হলে এলে নামিয়ে নিন। এরপর রাবড়ি ঠান্ডা হতে দিন। রাবড়ি ভালো ভাবে ঠান্ডা হয়ে গেলে একটা কাঁচের বাটিতে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। অন্য একটি পাত্রে অল্প চকোলেট পাউডার এবং ১-২ চামচ দুধ মিশিয়ে চকোলেট সিরাপের মতো তৈরি করে নিন। ফ্রিজ থেকে রাবড়ি বার করে তার ওপরে চকোলেট সিরাপ এবং ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে দিন। আবারও কিছুক্ষণের জন্য ফ্রিজে রেখে দিন। তারপরে ফ্রিজ থেকে বার করে পরিবেশন করুন চকোলেট রাবড়ি।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা ক্ষেতমজদুর ইউনিয়নের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আসাম দিবসে শপথ, অসমকে গর্বিত, শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২ ডিসেম্বর : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার আসোম দিবস উপলক্ষে শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার, অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন। সুকাফা যিনি আজকের অসমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার আদর্শ ও উত্তরাধিকার অনুসরণ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'আজকের দিনটি, স্বর্গদেও চাওলং সুকাফা অসমে আগমন করেছিলেন এবং আমাদের ভূমি ও উত্তরাধিকার স্থাপন করেছিলেন। আমরা আসাম দিবস উদযাপন করছি এবং আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা বর অসমকে যেমন তিনি কল্পনা করেছিলেন, তেমনই গর্বিত, শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করতে থাকব।' জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও আসোম দিবসে অসমবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে বলেন, 'আসোম দিবসের এই পবিত্র উপলক্ষে, আমি অসমবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। স্বর্গদেও চাওলং সুকাফা এবং বীর লাচিত বোরফুকনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি অসম রাজ্য এবং এর সমস্ত বাসিন্দাদের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সফলতার শুভ কামনা জানাই।'

অসম পুলিশও আসোম দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। তারা বলেছে, 'আসোম দিবসের এই পবিত্র উপলক্ষে আমরা স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যিনি মহান অসমের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আদর্শ এবং ঐক্য, শান্তি ও সংহতির প্রতি তাঁর অবদান চিরকাল আমাদের প্রেরণা যোগাবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও অসম দিবস উপলক্ষে অসমবাসীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আসোম দিবস উপলক্ষে অসমের বোন এবং ভাইদের শুভেচ্ছা। এই দিনটি অহোম যুগের গৌরবকে স্মরণ করে এবং আমাদের অসমের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করে, যা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়।' তিনি আরও বলেন, 'শৈষ নয় বছরে, মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের একটি নতুন যুগ শুরু করেছে, এবং অসমকে উন্নয়ন এবং শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দিনটি আমাদের ঐক্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করবে এবং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করবে।'

আসাম দিবস ২ ডিসেম্বর, প্রতিবছর রাজ্যজুড়ে উদযাপিত হয়, যেটি স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার আগমন এবং অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্মরণে পালন করা হয়। ১২২৮ সালে, সুকাফা দীর্ঘ ১৩ বছর পর পর্বত পার হয়ে আসাম পৌঁছান এবং দক্ষিণ-পূর্ব আসামের নামরূপে অহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ, অসমে ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস করেন এবং আসাম দিবস রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন: 'বিশ্ব অর্থনীতি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে, সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন'

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মঙ্গলবার দিল্লিতে ১৮তম গ্লোবাল ফোরাম প্লেনারি মিটিংয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এবং জটিল চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন, যা ডিজিটাল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং নতুন আর্থিক পণ্যগুলির উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, এসব সমস্যা এককভাবে কোন দেশ সমাধান করতে পারবে না এবং এ জন্য সকল দেশের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সীতারামন বলেন, 'গোপনীয়তা এবং সাইবার সুরক্ষা বজায় রাখতে হবে, কারণ দেশগুলো যখন তথ্য ভাগাভাগি শক্তিশালী করতে কাজ করবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই চ্যালেঞ্জগুলি এককভাবে কোনও দেশ সমাধান করতে পারে না, এটি সমন্বয়, বিশ্বাস এবং সময়মতো সম্পর্কিত তথ্যের আদান-প্রদান প্রয়োজন।'

১৮তম গ্লোবাল ফোরাম প্লেনারি মিটিং হল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যা বিশ্বব্যাপী ট্যাক্স স্বচ্ছতা এবং অফশোর ট্যাক্স ইভেশন প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর মনোনিবেশ করে। এই মিটিংটি ২—৪ ডিসেম্বর, ২০২৫, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি ওইসিডি গ্লোবাল ফোরাম অন ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন ফর ট্যাক্স পারপাসেস দ্বারা আয়োজিত।

সীতারামন আরও বলেন, 'একটি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেখানে আন্তঃনির্ভরশীলতা একটি বাস্তবতা, সেখানে বিচারবোধ এবং ট্যাক্স সিস্টেমের সুনির্দিষ্টতা বজায় রাখতে দেশগুলির মধ্যে স্থিতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক অপরিহার্য।'

তিনি বলেন, সমষ্টিগতভাবে আমাদের দৃষ্টি অবশ্যই ন্যায্যতা, স্থিতিশীলতা এবং ট্যাক্স সিস্টেমের ওপর জনগণের আস্থা বজায় রাখতে থাকতে হবে। সীতারামন বলেন, 'এই সম্মেলনটি প্রমাণ করেছে যে ট্যাক্স বিষয়ক সহযোগিতা শুধুমাত্র সম্ভব নয়, এটি বর্তমান বিশ্ব আর্থিক পরিবেশে অপরিহার্য এবং লাভজনক।'

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে সীতারামন বলেন, বিভিন্ন দেশ, বিচারব্যবস্থা এবং ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, সবাই একটি সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে বৈধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করা, কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা এবং সম্মানজনক সামাজিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, 'ভারতের জন্য, ট্যাক্সের বিষয়গুলোতে স্বচ্ছতা শুধু প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ন্যায্যতা এবং দায়িত্বশীলতা ভিত্তিক অর্থনৈতিক শাসনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন: 'বিশ্ব অর্থনীতি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে, সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন'

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মঙ্গলবার দিল্লিতে ১৮তম গ্লোবাল ফোরাম প্লেনারি মিটিংয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এবং জটিল চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন, যা ডিজিটাল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং নতুন আর্থিক পণ্যগুলির উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, এসব সমস্যা এককভাবে কোন দেশ সমাধান করতে পারবে না এবং এ জন্য সকল দেশের সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

১৮তম গ্লোবাল ফোরাম প্লেনারি মিটিং হল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যা বিশ্বব্যাপী ট্যাক্স স্বচ্ছতা এবং অফশোর ট্যাক্স ইভেশন প্রতিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর মনোনিবেশ করে। এই মিটিংটি ২—৪ ডিসেম্বর, ২০২৫, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এটি ওইসিডি গ্লোবাল ফোরাম অন ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন ফর ট্যাক্স পারপাসেস দ্বারা আয়োজিত।

সীতারামন আরও বলেন, 'একটি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেখানে আন্তঃনির্ভরশীলতা একটি বাস্তবতা, সেখানে বিচারবোধ এবং ট্যাক্স সিস্টেমের সুনির্দিষ্টতা বজায় রাখতে দেশগুলির মধ্যে স্থিতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক অপরিহার্য।'

তিনি বলেন, সমষ্টিগতভাবে আমাদের দৃষ্টি অবশ্যই ন্যায্যতা, স্থিতিশীলতা এবং ট্যাক্স সিস্টেমের ওপর জনগণের আস্থা বজায় রাখতে থাকতে হবে। সীতারামন বলেন, 'এই সম্মেলনটি প্রমাণ করেছে যে ট্যাক্স বিষয়ক সহযোগিতা শুধুমাত্র সম্ভব নয়, এটি বর্তমান বিশ্ব আর্থিক পরিবেশে অপরিহার্য এবং লাভজনক।'

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে সীতারামন বলেন, বিভিন্ন দেশ, বিচারব্যবস্থা এবং ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, সবাই একটি সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে বৈধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করা, কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা এবং সম্মানজনক সামাজিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, 'ভারতের জন্য, ট্যাক্সের বিষয়গুলোতে স্বচ্ছতা শুধু প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ন্যায্যতা এবং দায়িত্বশীলতা ভিত্তিক অর্থনৈতিক শাসনের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ভারতে ডিজিটাল ভূমি শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ: ৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম আয়োজিত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভারতের ভূমি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি উন্নয়ন বিভাগ আগামী ৩ ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী দিল্লির ভারত মন্ডপমে একটি জাতীয় সিম্পোজিয়াম আয়োজন করবে। এই সিম্পোজিয়ামটি ভারতের ডিজিটাল ভূমি শাসন সংস্কারের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এটি 'জিওস্মার্ট ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলন ও প্রদর্শনী' এর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে এবং এর উদ্দেশ্য হল জিওস্পেশাল প্রযুক্তির মাধ্যমে শহুরে ভূমি রেকর্ডগুলি রূপান্তরিত করা এবং নাগরিক সেবাগুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

এই সিম্পোজিয়ামে নীতিনির্ধারকরা, ভারতীয় জরিপ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা, রাজ্য রাজস্ব ও ভূমি রেকর্ড বিভাগ থেকে প্রতিনিধি এবং শিল্প নেতারা একত্রিত হয়ে ছয়টি থিম্যাটিক সেশনে আলোচনা করবেন। আলোচনাগুলির মূল ফোকাস থাকবে নকশা পাইলট প্রোগ্রাম প্রসারিত করার উপর, যা উন্নত বিমানচালিত মানচিত্র এবং বৈশিষ্ট্য নিষ্কাশন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের ১৫৭টিরও বেশি শহরে ভূমি জরিপের জন্য উচ্চ-নির্ভুলতা নিশ্চিত করেছে।

বিশেষজ্ঞরা পাইলট পর্যায়ে সম্মুখীন হওয়া প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি, ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকায় সঠিকতা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ, এবং বিমানচালিত জরিপ আউটপুটকে বিদ্যমান ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

এছাড়া, সিম্পোজিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে ল্যান্ডস্ট্যাকের এর উন্নয়ন। এটি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ডিজিটাল ভূমি ইকোসিস্টেম হিসেবে পরিকল্পিত এবং এটি দেশব্যাপী ভূমির তথ্য সিস্টেমের সংহতি নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে। বিশেষজ্ঞরা মূল বেস লেয়ারের উন্নয়ন, ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্রের প্রশাসনিক এবং জিওস্পেশাল ডেটাসেটের সাথে একীভূতকরণ এবং একাধিক অংশীদারের মধ্যে সঠিক তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ফেডারেটেড মডেল নিয়ে আলোচনা করবেন।

এই সিম্পোজিয়ামে ইউআরপ্রো কার্ডের এর ধারণাও আলোচনা হবে, যা নাগরিকদের জন্য একটি একক, বিশ্বস্ত ডিজিটাল সম্পত্তি দলিল হিসেবে কাজ করবে। এটি সম্পত্তি নিবন্ধন, মিউটেশন, ট্যাক্স মূল্যায়ন এবং বিল্ডিং অনুমতি সংক্রান্ত সিস্টেমে একীভূত করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে আইনি এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল সুরক্ষিত, যাচাইযোগ্য এবং সহজে স্থানান্তরযোগ্য ডিজিটাল সম্পত্তি অধিকার নিশ্চিত করা।

সিম্পোজিয়ামে একটি নেক্সট-জেনারেশন ওয়েবজিআইএস প্ল্যাটফর্ম এবং ক্লাউড-ভিত্তিক সেবা এর সম্পূর্ণ প্রদর্শনী থাকবে।

বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন কিভাবে উদীয়মান প্রযুক্তিগুলি, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ৩ডি ম্যাপিং এবং ক্লাউড-ভিত্তিক জিওস্পেশাল টুলসগুলি শহুরে ভূমি শাসনে স্বচ্ছতা, সঠিকতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে, ফলে নাগরিকদের জন্য জীবনযাত্রার সুবিধা বাড়ানো যাবে। এই সিম্পোজিয়ামটি ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে, যাতে তারা ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাগুলি আরো কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি

● প্রথম পাতার পর

গোস্বামী, অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম সরকার এবং নার্সিং অফিসার ছিলেন সঙ্গীতা দাস। এভাবে হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে দীর্ঘ তিন সপ্তাহ থাকার পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৫ মহিলাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান জন আরোগ্য যোজনার অধীন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উক্ত অস্ত্রোপচার করা হয়। এই মহিলাকে পুনরায় এক মাস ফলোআপ চিকিৎসা করার পর তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। বর্তমানে এই ধরনের পিত্তনালীর সংকোচন জনিত সমস্যা খুব গুরুত্বপূর্ণ রোগ। তাতে রোগী দুর্বল হয়ে যায়, সঙ্গে জন্ডিস ও পেটের ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ থাকে এবং অস্ত্রোপচারই হল এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। এই ধরনের রোগের চিকিৎসা এখন উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিয়মিত ভাবেই প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘ এক মাস এই মহিলা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের আইসিইউ এবং ওয়ার্ডে ভর্তি থাকার পর সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরেন। এজন্য মহিলার পরিবার-পরিজনেরা এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ গাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট চিকিৎসক এবং উনার পুরো টিম সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এসআইআর নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

এর আগে, যখন প্রথমবার স্থগিত হওয়ার পর দুপুর ১২টায় লোকসভা শুরু হয়, তখন কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর সদস্যরা সংসদ কক্ষে এসে তাদের দাবি তোলেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধী সদস্যদের সংসদের কার্যক্রমে বাধা না দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সরকার সংসদে যে কোনো ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা একটি একক ইস্যুতে জোর দেওয়ায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। বিরোধীদের স্লোগান দেওয়ার পর, স্পিকার সংসদ কার্যক্রম দুপুর ২টা পর্যন্ত স্থগিত করেন।

পূর্বে, সকাল ১১টায় যখন লোকসভা কার্যক্রম শুরু হয়, তখন লোকসভা স্পিকার ওম বিরলা জর্জিয়া সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই সফর দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা ও শক্তিশালী বন্ধনের প্রতীক।

রাজ্যসভায়ও বিরোধীদের বিক্ষোভের কারণে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। প্রথমবার স্থগিত হওয়ার পর দুপুর ২টায় রাজ্যসভা কার্যক্রম শুরু হয়, তখন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, সরকার নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত, যা বিরোধী দলগুলো দাবি করছে। রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে দাবি করেন যে, এসআইআর ইস্যুতে তাড়াতাড়ি আলোচনার প্রয়োজন, এবং রাজ্যসভা তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে ও কংগ্রেসের সদস্যরা এসআইআর ইস্যুতে স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং এরপর সংসদ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে রাজ্যসভা মণিপুর ভ্যাট এবং সেবা কর (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ২০২৫ এর উপর আলোচনা শুরু করে।

এর আগে রাজ্যসভায় স্পিকার সিপি রাধাকৃষ্ণন জর্জিয়া সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই সফরের মাধ্যমে ভারত ও জর্জিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে।

রাজ্যসভায় শূন্যকাল চলাকালীন, বিরোধী সদস্যরা এসআইআর এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্লোগান দিতে শুরু করেন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, সরকার বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং তারা সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে চায়। রাজ্যসভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে বলেন, এসআইআর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার উপর তাতণিক আলোচনার দাবি জানান। বিরোধীরা তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার পর, রাজ্যসভা কার্যক্রম দুপুর ২টা এবং পরে আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করে দেয়।

গভীররাতে গাঁজা বিরোধী

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কৈলাসহর বীরচন্দ্র নগর পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নীলকান্ত সিনহা, পিতা প্রয়াত ভক্ত সিনহা, দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা ব্যবসার সাথে জড়িত বলে খবর যায় পুলিশে। এরই সূত্র ধরে সোমবার গভীররাতে কৈলাসহরের এসডিপিও আইপিএস রাঘুল এ-র নেতৃত্বে পুলিশ, মহিলা পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী হানা দেয় ডলুগাঁও এলাকায় অবস্থিত তার বাড়িতে। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পুলিশ তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে প্যাকেট বন্দী মোট সাত কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

ওই অভিযান টিমে এসডিপিও ছাড়াও ছিলেন ডিসিএম মোতীরঞ্জন দেববর্মা, ডিএসপি বিক্রম দেববর্মা সহ পুলিশ, মহিলা পুলিশ সহ টিএসআর। পরে অভিযুক্ত নীলকান্ত সিনহাকে এনডিপিএস ধারায় আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

গভীর রাতে ভয়াবহ

● প্রথম পাতার পর

আংশিক ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বাইশঘড়িয়া এলাকা। তাঁর কথায়, পেট্রোল দিয়ে তাঁর বসত ঘর ও দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সাথে কারা জড়িত রয়েছে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

লোকালয়ে মস্তবড় অজগর

● প্রথম পাতার পর

অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার জঙ্গলে ছেড়ে দেব। যাতে করে তারা নিরাপদে থাকতে পারে। অজগর সাপটির ওজন প্রায় ১০০কেজির উপরে হবে বলে জানিয়েছে গ্রামবাসী সহ বনদপ্তরের কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রীর নতুন

● প্রথম পাতার পর

তীর্থ-৩ ভবনগুলি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অফিসের জন্য নির্ধারিত।

এই পরিবর্তনটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক জেলা পুনর্গঠন প্রকল্পের অংশ। 'কর্তব্য পথ' (প্রাক্তন রাজপথ) কে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং পথচারী-বান্ধব একটি অঞ্চল হিসেবে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে, একটি নতুন সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, যার নাম "কর্তব্য ভবন" রাখা হয়েছে, নির্মাণ করা হচ্ছে।

এই কমপ্লেক্সটি ১০টি নতুন অফিস ভবন নিয়ে গঠিত, যেখানে বর্তমান শাস্ত্রী ভবন, নির্মাণ ভবন, কৃষি ভবন ইত্যাদি থেকে সরকারী মন্ত্রণালয়গুলি একত্রিত করা হবে। 'কর্তব্য ভবন' আধুনিক ও শক্তি দক্ষ সরকার পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়া, দক্ষিণ ব্লক এবং নর্থ ব্লক ভবনগুলিকে ভবিষ্যতে যুগযুগান্তর ভারত সংগ্রহালয়ে পরিণত করা হবে, যার জন্য ফ্রান্সের মিউজিয়াম ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে একটি চুক্তি সই হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার পুরনো ভবনগুলির সীমাবদ্ধতা, যেমন প্রাকৃতিক আলো ও অকার্যকর নকশার কথা তুলে ধরেছেন, এবং এই কেন্দ্রীয় ভিস্তা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

নতুন 'সেবা তীর্থ' কমপ্লেক্সে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের স্থানান্তরের মাধ্যমে সরকার শুধু তার শারীরিক পরিকাঠামোই পরিবর্তন করছে না, বরং এটি একটি প্রতীকী মাইলফলকও হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যা দক্ষিণ ব্লকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটাবে এবং একটি আধুনিক ও সমন্বিত শাসন ব্যবস্থার সূচনা করবে।

কৃষিতে আত্মনির্ভর

● প্রথম পাতার পর

পারবেন, যার ফলে রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন আরও দ্রুত হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের দ্রুত অগ্রসর হতে হবে, এবং পরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরা সেই দিকেই এগোচ্ছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, একই সঙ্গে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। যদি উত্তর, গোমতী, সিপাহীজলা জেলা গুলি বলে যে তারা চাল দেবে না, তবে আপনি কোথা থেকে পাবেন? তাই আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত জরুরি। মোহনপুর ব্লকের অধীনে আমাদের অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারত থেকে খাদ্য আমদানি করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে 'গ্রেইন স্টোর' বানানোর জন্য কাজ করছেন। তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। আমাদের প্রধান ভিত্তি হলো কৃষি।

তিনি আরও জানান, আগে ধারণা ছিল ত্রিপুরায় পিঁয়াজ চাষ সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষি কলেজের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে এখানে পিঁয়াজ চাষও সফলভাবে করা যায়। আমরা লাল ও সাদা উভয় ধরনের পিঁয়াজ চাষ করি। পিঁয়াজ ও আলুচাষে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। যদি আমাদের কাছে চাল, পিঁয়াজ, আলু ও ডাল থাকে, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ত্রিপুরায় এই সবই আছেআমাদের শুধু খাদ্যে আত্মনির্ভর হতে হবে।

আসাম দিবসে শপথ, অসমকে গর্বিত, শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২ ডিসেম্বর : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার আসোম দিবস উপলক্ষে শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার, অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন। সুকাফা যিনি আজকের অসমের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার আদর্শ ও উত্তরাধিকার অনুসরণ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'আজকের দিনটি, স্বর্গদেও চাওলং সুকাফা অসমে আগমন করেছিলেন এবং আমাদের ভূমি ও উত্তরাধিকার স্থাপন করেছিলেন। আমরা আসাম দিবস উদযাপন করছি এবং আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা বর অসমকে যেমন তিনি কল্পনা করেছিলেন, তেমনই গর্বিত, শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করতে থাকব।'

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও আসোম দিবসে অসমবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে বলেন, 'আসোম দিবসের এই পবিত্র উপলক্ষে, আমি অসমবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। স্বর্গদেও চাওলং সুকাফা এবং বীর লাচিত বোরফুকনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি অসম রাজ্য এবং এর সমস্ত বাসিন্দাদের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সফলতার শুভ কামনা জানাই।'

অসম পুলিশও আসোম দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। তারা বলেছে, 'আসোম দিবসের এই পবিত্র উপলক্ষে আমরা স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যিনি মহান অসমের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আদর্শ এবং ঐক্য, শান্তি ও সংহতির প্রতি তাঁর অবদান চিরকাল আমাদের প্রেরণা যোগাবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও অসম দিবস উপলক্ষে অসমবাসীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আসোম দিবস উপলক্ষে অসমের বোন এবং ভাইদের শুভেচ্ছা। এই দিনটি অহোম যুগের গৌরবকে স্মরণ করে এবং আমাদের অসমের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় করে, যা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়।'

তিনি আরও বলেন, 'শেষ নয় বছরে, মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের একটি নতুন যুগ শুরু করেছে, এবং অসমকে উন্নয়ন এবং শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দিনটি আমাদের ঐক্যের বন্ধনকে শক্তিশালী করবে এবং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করবে।'

আসাম দিবস ২ ডিসেম্বর, প্রতিবছর রাজ্যজুড়ে উদযাপিত হয়, যেটি স্বর্গদেও চাওলং সুকাফার আগমন এবং অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্মরণে পালন করা হয়। ১২২৮ সালে, সুকাফা দীর্ঘ ১৩ বছর পর পর্বত পার হয়ে আসাম পৌঁছান এবং দক্ষিণ-পূর্ব আসামের নামরূপে অহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ, অসমে ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস করেন এবং আসাম দিবস রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নারীর ক্ষমতায়নে 'বীমা সখী যোজনা' আগরতলায় এলআইসির সচেতনতা শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের চালু করা বীমা সখী যোজনা সারা দেশজুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর হরিয়ানার পানিপথ থেকে এই যোজনার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। মাত্র এক মাসের মধ্যেই এলআইসি—র অধীনে এই প্রকল্পে ৫২,৫১১টি নিবন্ধন সম্পন্ন হয় এবং তাঁদের মধ্যে ২৭,৬৯৫ জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই যোজনার মাধ্যমে নারীরা 'বীমা সখী' হিসেবে স্থানীয় স্তরে বীমা সচেতনতা ও পরিষেবা প্রদানের সুযোগ পাচ্ছেন, যা একদিকে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করছে, অন্যদিকে বীমা সংক্রান্ত সুবিধাগুলি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি এলআইসির একাধিক গ্রাহকমুখী প্রকল্প জনস্বার্থ রক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এই সব প্রকল্প ও সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে মঙ্গলবার আগরতলা শহরে এলআইসির কর্মীদের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতা শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় এলআইসির বিভিন্ন শাখার কর্মীরা অংশ নেন এবং শহরজুড়ে বীমা সখী যোজনার মূল উদ্দেশ্য ও উপকারিতা প্রচার করেন।

এলআইসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামিদিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হবে, যাতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ সরকারি বীমা সুবিধার আওতায় আসতে পারেন।

ধলাই জেলার ভারতীয় জনতা ও ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে আত্মনির্ভর ভারত ও স্বদেশী অঙ্গীকার বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২ ডিসেম্বর:মঙ্গলবার কমলপুর নজরুল ভবনে ধলাই জেলার ভারতীয় জনতা ও ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে আত্মনির্ভর ভারত ও স্বদেশী অঙ্গীকার বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জনতা ও ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে কমলপুর নজরুল ভবনে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, ভারত মাতা ও দীন দয়াল উপাধ্যায় প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পস্তবক অর্পন করে আলোচনার সভার সূচনা করেন রাজ্যের ওবিসি কল্যাণ, কারা ও ইন্ড্রাস্ট্রি মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, রাজ্যের ওবিসি মোর্চার সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ, ধলাই জেলার ওবিসি মোর্চার নেতৃত্ব গোপাল সূত্রধর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্বরা।

আলোচনা সভায় রাজ্যের ওবিসি কল্যাণ মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা নেতৃত্বে ওবিসি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভর ভারত ও সুশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম উত্তর পূর্ব ভারত জেন্ডোকাই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: সম্প্রতি লেম্বুছড়ায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম উত্তর পূর্ব ভারত জেন্ডোকাই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় ছামনু ব্লকের হেজাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের আবাসিক ৫ জন ছাত্রী পদক লাভকরে। এরমধ্যে প্রদর্শিতা রিয়াং ১টি সোনা, নন্দরাণী দেববর্মা, মধুমিতা চাকমা এবং কুশিতা চাকমা ১টি করে রৌপ্য এবং টিনা চাকমা ১টি ব্রোঞ্জ পদক লাভকরে। তাদের বিদ্যালয়ের সেলফ ডিফেন্স প্রশিক্ষক স্যামুয়েল মলসম প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

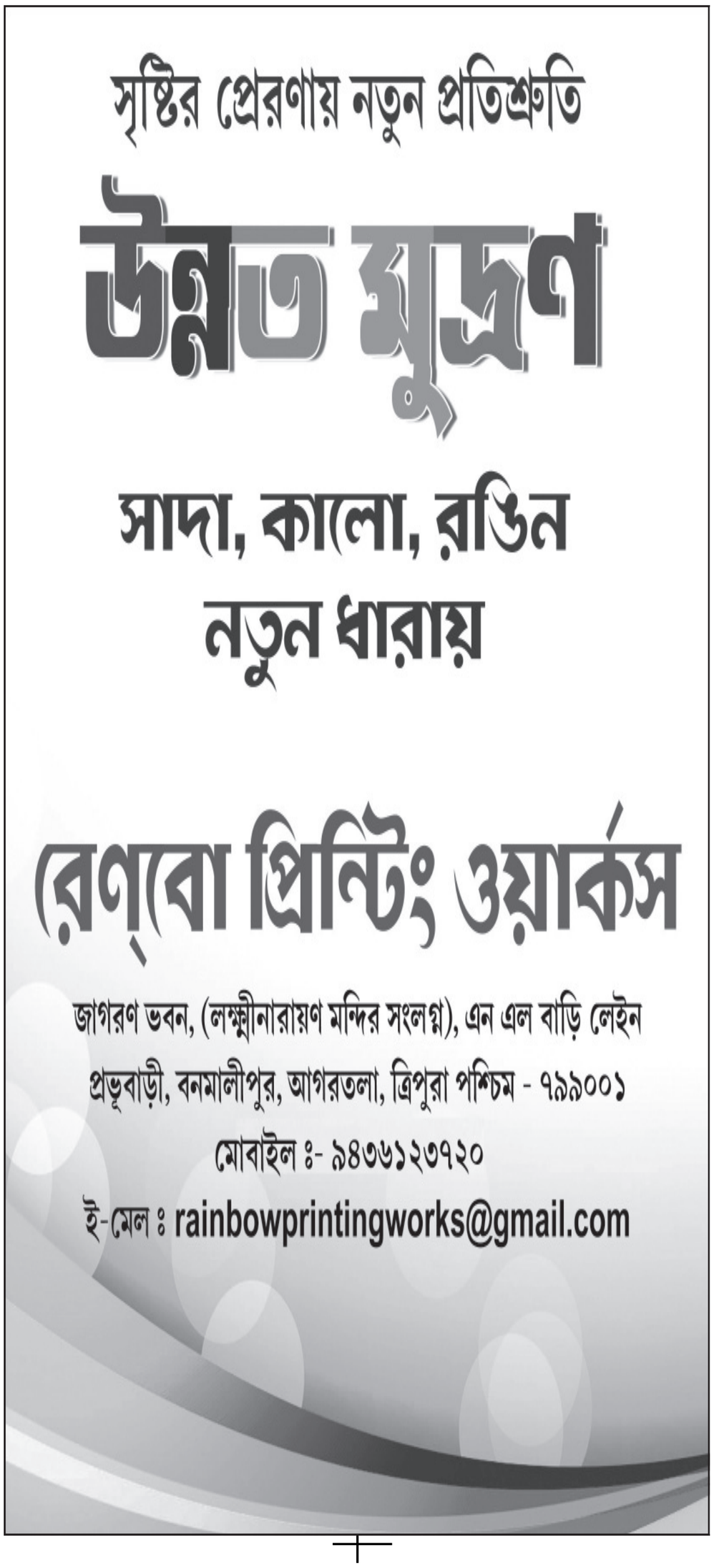

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিশালগড়ে গাঁজা-বিরোধী অভিযান: তিন লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। বংশীবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন প্রায় তিন লক্ষাধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

ওসি বিজয় দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনীপুলিশ সদস্য, জেলা গোয়েন্দা শাখা, বনদপ্তর, সিআরপিএফ, পুরুষ ও মহিলা টিএসআরএকযোগে বংশীবাড়ি এডিসি ভিলেজের রঘুনন্দন ঠাকুরপাড়া ও জগৎ রামপুর এলাকার টিলা ভূমিতে অভিযান চালায়।

অভিযানে ৭০টি প্লটে প্রায় ৩ লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

অভিযানের সময় বহু গাঁজা চাষি তাঁদের ফসল ধ্বংস না করার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেন। কেউ জানান, মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাতে গাঁজা চাষ করেছেন; আবার কেউ বলেন, গাছ কেটে দিলে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু আইন রক্ষাকারী বাহিনী তাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করে নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী একের পর এক সব গাঁজা বাগান ধ্বংস করে।

ওসি বিজয় দাস সাংবাদিকদের জানান, গাঁজা বিরোধী এই অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে, এবং জেলার প্রতিটি থানায় এ ধরনের অভিযানে কড়া নজরদারি বজায় রাখা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আগরতলায় আলোচনা সভা

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ক্যাম্পেইন ফর হিউম্যানিটি প্রটেকশন-এর উদ্যোগে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। মানবতা রক্ষার প্রচারণার অংশ হিসেবে আয়োজিত এই সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নানামুখী সমস্যার পাশাপাশি তাঁদের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নিরঞ্জন চাকমা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ড. চন্দ্রশেখর কর। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. শ্যামল চাকমা। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি নয়ন জ্যোতি ত্রিপুরা, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপাংশু চাকমা সহ আরও অনেকে।

বক্তারা জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার বহু বছর পরেও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভূমি দখল, নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাবসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাঁদের মতে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় উপস্থিত অতিথিরা মানবতা রক্ষার লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং ভবিষ্যতে আরও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়ার ঘোষণা দেন।

সোনামুড়ায় অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা, পলাতক অভিযুক্ত

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: সোনামুড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে এক নির্মাণকর্মী ওই নাবালিকার ওপর নির্যাতনের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর কোনওক্রমে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করে ছাত্রীটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম জহর মিয়া (৫০)। তিনি ছাত্রীর বাড়ির পাশেই দেওয়াল নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, ঘটনাদিনেও তিনি কাজের অজুহাতে বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। নাবালিকাটি বাড়িতে একা আছে বুঝতে পেরে তিনি ঘরে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক নির্যাতনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে আসেন ছাত্রীর ঠাকুরমা। তাঁকে দেখে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। ঘটনায় নাবালিকার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

এখনো অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে বলে জানিয়েছে সোনামুড়া থানা। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে।

আমবাসা পুর পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল অবস্থা, ৩ দফা দাবিতে ডেপুটেশন গ্রামবাসীদের

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: আমবাসা পুর পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের টিআরটিসি পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সংকট ও ড্রেইন সংস্কারসহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

আজ টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দারা একজোট হয়ে ৩ দফা দাবির ভিত্তিতে আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। সম্রাট বসাকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এদিন চেয়ারম্যানের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেয়।

এক সাক্ষাৎকারে সম্রাট বসাক অভিযোগ করেন, আমবাসা টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে পুর পরিষদকে কর দিয়ে আসছে। কিন্তু কোনও রকম সুবিধা পাচ্ছে না এলাকাবাসী। রাস্তা, ড্রেন, পানীয় জলের সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। তিনি আরও জানান, দাবি না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে এলাকার মানুষ।

স্থানীয়দের উদ্যোগে দেওয়া এই ডেপুটেশনের পর এখন আমবাসা পুর পরিষদের ভূমিকার দিকে নজর রাখছেন টিআরটিসি পাড়ার বাসিন্দারা।

ত্রিপুরায় ফসল বীমা ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড নিয়ে দুদিনব্যাপী কর্মশালা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা স্টেট এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টি—সামেটি)-এ প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (ঞ্চথক্স্কু), পুনর্গঠিত আবহাওয়া ভিত্তিক ফসল বীমা যোজনা (ট্টঢক্কঙ্খজ্জছ) এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (জ্ঞঙ্খঙ্খ)—এর ওপর দুদিনব্যাপী কর্মশালা আজ সফলভাবে শেষ হয়েছে। টি-সামেটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেছে হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ম্যানেজমেন্ট (থঞ্জ্বুঞ্ঝওক্ক) এবং কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের ফসল বীমা বিভাগ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি. বি. জমাতিয়া এবং টি-সামেটি-র অধিকর্তা অরবিন্দ দেববর্মা। অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হন থঞ্জ্বুঞ্ঝওক্ক-এর কৃষি বিপণন বিভাগের অধিকর্তা ড. শালেন্দ্র এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের ফসল বীমা বিভাগের কর্মকর্তারা।

বক্তারা মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। পাশাপাশি কৃষকদের সময়মতো নিবন্ধন, ফসল বীমা প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত পরিষেবাগুলি আরও সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। কর্মশালার সময়

"ট্টদ্ব থখদ্রুভখন: ঞ্চথক্স্কু ◦ জ্ঞঙ্খঙ্খ" শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়। এই কর্মসূচিতে কৃষি দপ্তর, বিভিন্ন জেলা কেভিকে এবং ফসল বীমা সংস্থার মোট ৪০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস বলেন, "কৃষকদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে এবং ফসল বীমা যোজনাগুলির কার্যকর বাস্তবায়নে এই ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" টি—সামেটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আরও দক্ষ করতে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

কোচবিহার ট্রফি : দিল্লির কাছে ইনিংসে পরাজয়ের সম্মুখীন ত্রিপুরা

দিল্লি - ৩৮৬ ত্রিপুরা - ১০৫ ও ৬৬/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংস পরাজয়ের মুখে ত্রিপুরা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে বুধবার তৃতীয় দিনের সকালেই মরশুমে দ্বিতীয় পরাজয়ের তেতো স্বাদ ভোগ করবে ত্রিপুরা। অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটে। যে উইকেটে দিল্লির ব্যাটসম্যানরা দাপট দেখালেন সেই উইকেটেই হুমরি খেয়ে পড়ে গেলেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা।

রাজ্য দলের ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং য়ে নিশ্চিত পরাজয়ের পথে রাজ্য দল। ফলোঅনে খেলতে নেমেও চাপে রাজ্য দল। ইনিংস পরাজয় এড়াতে রাজ্য দলকে আরও ২১৫ রান করতে হবে। হাতে রয়েছে মাত্র ৬ উইকেট। এখন দেখার ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারে কি না রাজ্য দল। পালামের এয়ার ফোর্স মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বাগতিক দিল্লির গড়া ৩৮৬ রানের জবাবে ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ১০৫ রানে। ২৮১ রানের পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা চার উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়।

প্রথম দিনের সাথী কেটে ৩২৫ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন আরও ৬১ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ তিনটি উইকেট হারায় দিল্লি। শেষ দিকে উধাব মোহন ৯৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রান করেন।

দিল্লি ১০৯.২ ওভার ব্যাট করে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৩৮৬ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে মাহিন চৌধুরী ৪৮ রানে, অভিক পাল ৬৩ রানে এবং রায়হান আহমেদ আরমান ৬৮ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ত্রিপুরা। দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান দীপঙ্কর ভাটনগর এবং দেবাংশু দত্তকে কেনও শেষের দিকে নামানো হয়েছে তা জানা যায়নি।

ত্রিপুরা ৩৬.১ ওভার ব্যাট করে সব কটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০৫ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে রিয়াদ হোসেন ৫৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩২, অর্কজিৎ সাহা তেত্রিশ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, দেবাংশু দত্ত ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং দীপঙ্কর ভাটনগর ১৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দিল্লির পক্ষে অর্ণব এস বিজ্ঞা ১৬ রানের তিনটি এবং উধাব মোহন ১৫ দুটি উইকেট দখল করেন।

২৮১ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোঅনে খেলতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩১ ওভার ব্যাট করে চার উইকেট হারিয়ে ৬৬ রান করে। দলের পক্ষে দীপঙ্কর ভাটনগর ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, জয় চক্রবর্তী ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৩৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দিল্লির পক্ষে কিরিট কৌশিক ৫ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। ত্রিপুরা এখনও ২১৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। এখন দেখার ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারে কিনা রাজ্য দল।

মুস্তাক আলি টি-২০ ক্রিকেটে চতুর্থ ম্যাচে দিল্লিকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ত্রিপুরার

ত্রিপুরা - ১৫৭/৫ দিল্লি - ১৪৫/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিল্লি জয় করলো ত্রিপুরা। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে জয় ধরা দিলো রাজ্য। মঙ্গলবার ত্রিপুরা ১২ রানে পরাজিত করে দিল্লিকে। সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরার গড়া ১৫৭ রানের জবাবে দিল্লি নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করতে সক্ষম হয়। ব্যাটসম্যানরা তেমন সাফল্য না পেলেও এদিন ত্রিপুরাকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেন বোলাররা। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই কিছুটা দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু ত্রিপুরার কোন ক্রিকেটারই বড় স্কোর করতে পারেননি। যার ফলে দলীয় স্কোর ১৮০ রানের গণ্ডি পার হয়নি। ত্রিপুরা নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান করে।

রাজ্য দলের পক্ষে শ্রীদাম পাল ২০ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ২৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, দলনায়ক মনি শংকর মুড়া সিং ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, স্বপ্নীল সিং ২০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, ওপেনার হনুমা বিহারী ১১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ এবং সেন্টু সরকার ১৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রান করেন। দিল্লির পক্ষে সুয়েশ শর্মা ১৬ রানে এবং দিগ্বেশ ৩৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণে কিছুটা চাপে ছিল দিল্লি।

প্রিয়াংশ আরিয়াকে দ্রুত হারানোর পর দিল্লির হয়ে রুখে দাঁড়ান যশ ধুল এবং নীতিশ রানা। জুটি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্রিপুরার অটো সাটু বোলিংয়ের সামনে দ্রুত রান তুলতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করতে সক্ষম হয় দিল্লি। দলের পক্ষে দলনায়ক নীতিশ রানা চল্লিশ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, যশ ধুল ১৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫, তেজস্বী কুড়ি বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, অনুজ রাওয়াত ১১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ এবং আয়ুষ বাদনি ১৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে মনিশঙ্কর মুড়া সিং ১৯ রানে এবং ভিকি সাহা ২৯ রানের দুটি করে উইকেট দখল করেন। এ দিনের জয় পরের ম্যাচের আগে মনোবল বাড়ালো বলা যায় ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের। ৪ ডিসেম্বর ত্রিপুরা খেলবে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ঐদিন বিকেল সাড়ে চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি।

আরও কোণঠাসা গম্ভীর! রোহিত-কোহলির হয়ে ব্যাট ধরলেন তিলক, কোচের প্রিয় হর্ষিতও

নিজের দলের অন্দরেই কি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন গৌতম গম্ভীর? গত কয়েক দিনে যে ভাবে একের পর এক ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। রাঁচীতে কোহলির ইনিংসের প্রশংসা আগেই করেছিলেন তিলক বর্মা। এ বার রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। জানালেন, দুই ক্রিকেটার খেললে দলের আত্মবিশ্বাসটাই অন্য রকম থাকে। দুই ক্রিকেটারকে দলে চাইছেন হর্ষিত রানাও।

'জিয়োস্টার'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিলক জানিয়েছেন, ভারতীয় দলে রোহিত, কোহলির গুরুত্ব ঠিক কতটা। তিনি বলেন, "আমি লম্বা ফরম্যাট খেলতে ভালবাসি। তাই এক দিনের ক্রিকেট ও টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাই। আর যখন রোহিত ও বিরাট ভাই একই দলে খেলে, তখন দলের আত্মবিশ্বাসটাই আলাদা থাকে।"

তিলক জানিয়েছেন, দুই ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা বাকিদের কতটা সাহায্য করতে পারে। সেই কারণেই হয়তো রাঁচীতে প্রথম বার যে দিন রোহিত ও কোহলি অনুশীলন শুরু করেন, সে দিন নেটের পিছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন তিলক। তিনি বলেন, "ওদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনেক বেশি। আমি ওদের কাছ থেকে যতটা পারি শিখতে চাই। বাকিরাও সেটা করে। ওরা দলে থাকলে বাকি ক্রিকেটারদেরও উন্নতি হয়।"

তিনি নিজে কোহলির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন বলে জানিয়েছেন। বিশেষ করে কোহলির ফিটনেসের ভক্ত তিনি। তিলক বলেন, "আমি বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে অনেক কথা বলি। বিশেষ করে ওর ফিটনেস ও উইকেটের মাঝে দৌড় নিয়ে কথা হয়। এই বয়সেও বিরাট ভাইয়ের ফিটনেস দুর্দান্ত। আমিও দ্রুত দৌড়তে পারি। সেটা আরও ভাল করার চেষ্টা করছি। আমি চাই, বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধব। একসঙ্গে দু'জনে দৌড়ে অনেক রান নেব।"

রাঁচীতে প্রথম বার কোহলির শতরান চোখের সামনে দেখেছেন তিলক। তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছে না এই ইনিংস। বলেছেন, "আমরা কোহলির অন্যতম সেরা ইনিংস দেখতে পেলাম। প্রথম বার সামনে থেকে বিরাট ভাইয়ের শতরান দেখতে পেয়ে খুব খুশি। গত ১৭ বছর ধরে দুর্দান্ত খেলে যাচ্ছে ও। ব্যাটিং, ফিল্ডিং, সবেতে সেরা। সব সময়ে নিজেকে সকলের আগে রাখতে ভালবাসে। অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে। সামনে থেকে ওর খেলা দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব ওর সঙ্গে কথা বলে কিছু না কিছু শিখতে।"

রায়পুরের মাঠে মঙ্গলবার অনুশীলনের আগে হর্ষিতও দুই তারকাকে নিয়ে মুখ খুলেছেন। নিন্দকেরা বলেন, গম্ভীর পছন্দ করেন বলেই ভারতের তিন ফরম্যাটেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন হর্ষিত। গম্ভীর নিজেও সমালোচনার মুখে হর্ষিতের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই হর্ষিতই রোহিত, কোহলির পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, "রোহিত ভাই, বিরাট ভাইয়ের দলে থাকা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি, গোটা দলের কাছেও তাই। কারণ, ওদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলে থাকলে সাজঘরের পরিবেশটাই বদলে যায়। ওদের সঙ্গে সাজঘরে বসে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়। তাতে আমাদেরই উন্নতি হচ্ছে।"

রাঁচীতে জয়ের পর কুলদীপ যাদবও কোহলিকে নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোহলি পাশে থাকলে তিনি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। কারণ, বোলিংয়ের সময় অনেক পরামর্শ দেন কোহলি। কুলদীপের কথায়, "কোহলি দলে থাকলে খুব ভাল লাগে। সব সময় কোনও না কোনও পরামর্শ পাওয়া যায়। বোলিংয়ের সময়ও ও এসে বলে যায় কী করতে হবে। ওর মতো সিনিয়রেরা পাশে থাকলে সব সময়েই ভাল। দলের মধ্যেও আলাদা শক্তি এবং স্ফূর্তি আসে। গত কাল মাঠেই সেটা দেখেছেন। ওকে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান।"

উল্লেখ্য, ম্যাচের আগে ভারতের পরিবর্ত অধিনায়ক লোকেশ রাহুল বলেছিলেন, "রোহিত ও কোহলির গুরুত্ব আমাদের দলে খুব বেশি। ওদের মতো সিনিয়র ক্রিকেটার সাজঘরে থাকলে সকলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যায়। ওদের অভিজ্ঞতা দলের সকলকে অনেক সাহায্য করে। তাই ওদের পেয়ে আমি খুব খুশি।"

রবিবার ম্যাচ হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে রাহুল বলেন, "রোহিত আর কোহলিকে এ ভাবে খেলতে দেখলে খুব মজা লাগে।

ওরা যে স্বাধীনতা নিয়ে খেলে সেটা গোটা কেরিয়ার জুড়েই করেছে। নতুন কিছু নয় ওদের কাছে। অনেক দিন ধরে ওদের চোখের সামনে দেখছি। সাজঘরে ওদের দেখতে পাওয়া আমার কাছে সব সময়েই খুব মজার।"

কোচ-নির্বাচকের ভূমিকায় অসন্তোষ, ব্যাখ্যা চাইলেন বোর্ড কর্তারা, রো-কো'র সঙ্গে দূরত্ব মেটানোর বার্তা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের মাঝেই গৌতম গম্ভীর এবং অজিত আগরকরকে তলব করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা রাঁচীতে রান করার পর কোচ এবং প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন বোর্ড কর্তারা। বিসিসিআই সূত্রে খবর, সোমবার দু'জনকেই বেশ কিছু প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। বেশ কিছু ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

গম্ভীর এবং আগরকরের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোহলি-রোহিতের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বা বিরোধ তৈরি হয়েছে কিনা। কারণ শোনা যাচ্ছে, গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় থেকে কোচের সঙ্গে বিশেষ কথা বলছেন না কোহলি। আবার এক দিনের দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর আগরকরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছেন রোহিত। মাঠে এবং সাজঘরের তাঁদের বিভিন্ন আচরণ দেখে সব কিছু স্বাভাবিক রয়েছে বলে মনে করছেন না বিসিসিআই কর্তারা। দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে এই ধরনের দূরত্ব ভাল ভাবে নিচ্ছেন না বোর্ড কর্তারা। গম্ভীর এবং আগরকরের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন কর্তারা।

কিছু দিন ধরে মাঠে এবং সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ বিদ্রুপ, কটাক্ষ করছেন গম্ভীরকে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার পর আরও বেড়েছে বিষয়টি। বার বার একই ঘটনা ভাল ভাবে নিচ্ছেন না বোর্ড কর্তারা। গম্ভীরের কিছু বক্তব্য এবং আচরণই দায়ী বলে মনে করছেন তাঁরা। এ নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে ভারতীয় দলের কোচকে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের বিশেষ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশেষ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত বিশেষ বৈঠকে পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তো করেন কাউন্সিল সদস্য তথা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা। পর্ষদের অধিকাংশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে এজেন্ডা অনুযায়ী মূলতঃ এফিলিয়েশন সংক্রান্ত ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবকটি ইভেন্টের অ্যাসোসিয়েশন কে স্পোর্টস কাউন্সিলের এফিলিয়েশন পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে এই কমিটি কাজ করবে। এছাড়া, সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করা হলেও তা জেনারেল বডি মিটিংয়ে বিষয়টার অনুমোদন নিয়ে নেওয়া হবে। কদিন আগে পোস্ট কাউন্সিলে গার্জিয়ানদের প্রবেশ করা ও আই কার্ড বিষয় নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনার টেবিলে তোলা হবে এবং কমপ্লেক্সের শৃঙ্খলা বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রতিভা অন্বেষণ মূলক কর্মকাণ্ডে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল দারুন উদ্যোগ নিয়েছিল। তা পুরোপুরি সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোচদেরও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা করে রাজ্যে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে টিএফএ-র নতুন লাইফ মেম্বাররা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আজীবন সদস্যের সংখ্যা আজ প্রায় দ্বিগুণ হলো। স্বাভাবিক কারণে ক্রীড়া-প্রেমীদের প্রত্যাশাও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আজীবন সদস্য পদের স্মারক এবং প্রশংসাপত্র শুধুমাত্র অলংকার স্বরূপ নয়। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির পেছনে প্রত্যেকের সুচিন্তিত মতামত শেয়ার করে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। টি এফ এ-র নতুন আজীবন সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা, যুব বিষয় ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার প্রত্যেকেই নিজেদের বক্তৃতায় এই বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিয়ে কথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে বেলা দেড়টায় আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন আজীবন সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ত্রিপুরা ফুটবলের এসোসিয়েশনের ৮০ জন নতুন আজীবন সদস্যকে নিয়ে এখন এই সংখ্যা বেড়ে ১৮০ হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নবাগত সদস্যবৃন্দ কে পেয়ে ভীষণভাবে প্রত্যাশিত অনুভব করছে। অদূর ভবিষ্যতে টিএফএ-র সাংগঠনিক কর্মকান্ডে অনেকটা সুচিন্তিত মতামতের প্রভাব পড়বে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার। এছাড়া, অন্যান্যদের মধ্যে টি এফ এ-র পেট্রন রতন সাহা এবং টিএফএ-র সমস্ত আজীবন সদস্য ও কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিটিএজি-তে আজ পন্ডিচেরি নাগাল্যান্ডের ফাইনাল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (বুধবার) ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে পন্ডিচেরি খেলবে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। খেলা অনূর্ধ ২৩ মহিলা টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপের। নিছক অর্থে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ৫টি রাজ্য দলের পাশাপাশি চন্ডিগড়ের মধ্যে এই প্লেট গ্রুপের গ্রুপ লীগের খেলা আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়াম এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছয়টি দলের মধ্যে লীগ পর্যায়ে ১৫ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পন্ডিচেরি বনাম নাগাল্যান্ডের মধ্যে লীগ পর্যায়ের খেলায় পন্ডিচেরি ১০৮ রানের ব্যবধানে জয় পেয়েছিল। লীগের খেলায় পন্ডিচেরি যথাক্রমে মেঘালয়কে ১৪০ রানে, মিজোরামকে ১৪৬ রানে, নাগাল্যান্ড কে ১০৮ রানে, মনিপুরকে ১৩৬ রানে এবং অরুণাচল প্রদেশকে চার উইকেটে পরাজিত করে অপরাজেয় ভূমিকায় ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে নাগাল্যান্ড ক্রমান্বয়ে মিজোরামকে ৮ উইকেটে এবং অরুণাচল প্রদেশকে চার উইকেটে হারানোর পর তৃতীয় ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল পন্ডিচেরির কাছে ১০৮ রানের ব্যবধানে। পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে মেঘালয়কে ৮ উইকেটে এবং মনিপুরকে ১৫ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রত্যাবর্তনেই উজ্জ্বল হার্দিক! ৭৭ রান করে হারালেন অভিষেকের পঞ্জাবকে, মাঠে ঢুকে পড়া ভক্তদের সঙ্গে তুললেন নিজস্বী

প্রত্যাবর্তনে সফল হার্দিক পাণ্ড্য। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যাট হাতে বরোদাকে জেতালেন তিনি। হার্দিকের ৭৭ রানে হারল অভিশেক শর্মার পঞ্জাব। ঝোড়ো অর্ধশতরান করেও দলকে জেতাতে পারলেন না তিনি। নজর কাড়ল হার্দিকের জনপ্রিয়তা। হায়দরাবাদের মাঠে হার্দিককে ছুঁতে বার বার মাঠে ঢুকলেন ভক্তেরা। নিজস্বীও তুললেন তাঁরা।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম ওভারেই বল করতে যান হার্দিক। চার ওভার করেন তিনি। কিন্তু বল হাতে নজর কাড়তে পারেননি হার্দিক। ৫২ রান দিয়ে নেন ১ উইকেট। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারের ৮ উইকেট হারিয়ে ২২২ রান করে পঞ্জাব। অভিষেক মাত্র ১৯ বলে ৫০ রান করেন। অনমোলপ্রীত সিংহ করেন ৬৯ রান। নমন ধীরের ব্যাট থেকে ৩৯ রান আসে।

জবাবে ৫ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় বরোদা। দশম ওভারে নেমে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন হার্দিক। ৪২ বলে অপরাজিত ৭৭ রান করেন তিনি। মারেন সাতটি চার ও চারটি ছক্কা। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ভারতের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার।

চোট পাওয়ার পর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে সুস্থ হয়েছেন হার্দিক। এই প্রথম খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। প্রথম ম্যাচে নেমে হার্দিক বোঝালেন, পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। অর্থাৎ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হার্দিকের খেলা প্রায় পাকা। তার আগে প্রস্তুতির জন্য আরও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন তিনি।

হায়দরাবাদের মাঠে হার্দিককে দেখতে উপচে পড়েছিল ভিড়। ঘরোয়া ক্রিকেটে হওয়ায় নিরাপত্তা কম ছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাঠে বার বার দর্শক ঢুকে পড়েন। হার্দিকের সঙ্গে হাত মেলান তাঁরা। হার্দিকও তাঁদের নিরাশ করেননি। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের নিয়ে যাওয়ার আগে হার্দিকের সঙ্গে নিজস্বী তোলেন ভক্তেরা। সেই ঘটনার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

দু'দিন আগে রাঁচীতে বিরাট কোহলির শতরানের পর মাঠে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন আরামবাগের সৌভিক মুর্মু। তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ বার হার্দিককে ছুঁতেও হুড়োহুড়ি পড়ল হায়দরাবাদে।

মুখেই আনলেন না গম্ভীরের নাম, এক দিনের ক্রিকেটে ভারতের দাপটের নেপথ্যে দু'জনের নাম নিলেন অশ্বিন, প্রশ্ন তুললেন গৌতির দল নির্বাচন নিয়ে

এক দিনের ক্রিকেটে আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সাম্প্রতিক কালে অনেক সাফল্য পেয়েছে ভারত। এই সাফল্যের নেপথ্যে রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়কেই কাণ্ডারি হিসাবে বাছলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। গৌতম গম্ভীরের কথা মুখেও আনলেন না। উল্টে তাঁর দল নির্বাচন নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি।

অশ্বিন জানিয়েছেন, রোহিত-রাহুল জুটি শুধু আগ্রাসী ক্রিকেটই আনেননি, সামনে থেকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, "রোহিত এমন একজন নেতা ছিল, যে নিজের উদাহরণ দেখিয়ে দলকে বুঝিয়ে দিত ও কী চাইছে। টি-টোয়েন্টি থেকে এক দিনের ক্রিকেটে যে রূপান্তর ঘটেছে, যে ভাবে আমরা দ্রুতগতিতে ব্যাট করছি, তার কৃতিত্ব প্রাপ্য রোহিত এবং রাহুল ভাইয়ের।"

অশ্বিন যোগ করেছেন, "ওরাই পথ দেখিয়েছে। রাহুল ভাই বলেছেন কী ভাবে আমাদের খেলতে হবে। রোহিত সেটাকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভারত আগে ব্যাটিংকে যে চোখে দেখত, তা আমূল বদলে গিয়েছে। সাদা বলের ক্রিকেটে স্ট্রাইক রেটই আসল।"

আইসিসি প্রতিযোগিতায় টানা হতাশার পর রোহিত-রাহুল জুটিতে ভারতের খেলার ধরন বদলে যায়। তা ২০২৩ বিশ্বকাপে দেখা গিয়েছে। ফাইনালে হারলেও বিশ্বকাপ জুড়ে ভারতের খেলা মন জয় করেছে। এর পর ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আরও দাপিয়ে খেলে ট্রফি জিতেছে ভারত।

অশ্বিন কথা বলেছেন রোহিত এবং বিরাট কোহলির একটি ফরম্যাটে খেলা নিয়েও।

অনুরোধ করেছেন, দুই তারকার বেঁচে থাকা সময়টুকু উপভোগ করার। অশ্বিনের কথায়, "বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ব্যাটিং যতটা পারেন দেখে নিন। ওদের কেরিয়ার শেষ হয়ে গেলে আক্ষেপ করতে হবে। তখন আপনারাই বলবেন, 'কী দুর্দান্ত ক্রিকেটার ছিল।

ওদের আবার ফিরিয়ে আনো'। সেটা মোটেই ঠিক নয়।"

অশ্বিনের সংযোজন, "যত দিন ওরা খেলতে চায় তত দিন আনন্দ করতে দিন। সময় কারও জন্য থেমে থাকে না। তাই এখন ওদের উপভোগ করতে দেওয়াই ভাল।"

এক দিনের সিরিজে কেন নীতীশ রেড্ডিকে খেলানো হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন। বলেছেন, "যে দলে হার্দিক পাণ্ড্য নেই সেখানে যদি নীতীশের জন্য জায়গা খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলে দল নির্বাচনে নিশ্চিত ভাবেই কোনও গলদ রয়েছে। ওকে নেওয়া হল কেন? কারণ হার্দিক যা পারে ও সেটাই পারে। সময়ের সঙ্গে উন্নতি করবে। এ বার প্রথম একাদশেই যদি জায়গা দিতে না পারেন, তা হলে দলে নিলেন কেন?"

প্রয়াত প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় নিকোলা পিয়েত্রানজেলি, ইটালির ডেভিস কাপারের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন ভারতের লিয়েন্ডার

প্রয়াত নিকোলা পিয়েত্রানজেলি। দু'বারের ফরাসি ওপেন জয়ী খেলোয়াড় সোমবার ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইটালির প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে দু'বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন তিনি।

প্রয়াত নিকোলা পিয়েত্রানজেলি। দু'বারের ফরাসি ওপেন জয়ী খেলোয়াড় সোমবার ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইটালির প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে দু'বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন তিনি। ১৯৫৯ সালে রোলাঁ গারোজ জেতার পরের বছর আবার সেই ট্রফিই জেতেন তিনি।

গোটা কেরিয়ারে ৪৮টি ট্রফি জিতেছেন নিকোলা। এখন বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড় ইটালির ইয়ানিক সিনার। তিনি চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। সিনারের আগে ইটালি থেকে সেরা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ধরা হত নিকোলাকেই। সোমবার ইটালির টেনিস সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে নিকোলার প্রয়াণের খবর জানানো হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক টেনিসের 'হল অফ ফেম'-এরও সদস্য ছিলেন।

দু'বার ফরাসি ওপেন জেতা ছাড়াও, দু'বার রানার-আপ হয়েছিলেন নিকোলা। ১৯৬০-এর উইম্বলডন ফাইনালেও রানার-আপ হয়েছিলেন। ইটালির হয়ে ডেভিস কাপে ১৬৪টি ম্যাচ খেলে ১২০টি জিতেছেন। ১৯৭৬ সালে দেশকে প্রথম ডেভিস কাপ দেন। ডাবলসে ৪২টি ম্যাচ জিতে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। ২০১৮-এ সেই নজির ভেঙে দেন ভারতের লিয়েন্ডার পেজ।

নিকোলার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাফায়েল নাদাল। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "ইটালি এবং বিশ্ব টেনিসের কিংবদন্তি নিকোলা পিয়েত্রানজেলির প্রয়াণের খবর সবে মাত্র পেলাম। ওঁর পরিবার, সন্তান ফিলিপো এবং গোটা ইটালীয় টেনিস পরিবারের প্রতি সমবেদনা।" ইটালিয়ান ওপেনের আয়োজকেরা লিখেছেন, "গভীর দুঃখের সঙ্গে নিকোলা পিয়েত্রানজেলিকে বিদায় জানাচ্ছি আমরা। উনি ইটালির টেনিসের সত্যিকারের একজন কিংবদন্তি ছিলেন।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলিকে বিমান যোগাযোগের আওতায় আনার উপর গুরুত্বারোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ৫১ শক্তিপীঠের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় শক্তিপীঠ রয়েছে। এই অঞ্চলের পর্যটনের বিকাশে এই সকল ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে বিমান যোগাযোগের আওতায় আনার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এর ফলে দেশ বিদেশের পর্যটকরা আরও বেশি করে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে ভ্রমনে আকৃষ্ট হবেন। আজ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের উদ্যোগে পর্যটনের প্রসারে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের-এর মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আজকের এই ভার্চুয়াল সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভার্চুয়ালী এই সভায় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের-এর প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরেড সাংমা, সিকিমের পর্যটন মন্ত্রী টি টি ভুটিয়া, অরুনাচল প্রদেশের পর্যটন মন্ত্রী পি বি সোনা সহ সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সভায় রাজ্যের পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগিও উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বহু জায়গা থেকে লোক উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আসতে পারেন। এইজন্য পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি মেডিক্যাল টুরিজমের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে ভ্রমণকারী পর্যটকদের সুবিধার্থে নর্থ ইষ্ট টুরিজিম ট্রেন, নর্থ ইষ্ট টুরিজিম অ্যাপ চালু করার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব-আরোপ করেন। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে হর্ণ বিল উৎসব, ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট ইত্যাদি উৎসবের আয়োজন করা হয়। পর্যটন শিল্পের বিকাশে এই উৎসবগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাব্রুমে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ ডিসেম্বর: বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে সাব্রুমে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। সাব্রুম মহকুমা আইন পরিষেবা কমিটির উদ্যোগে এবং সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন আশা কর্মীরা, সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সাব্রুম উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে র‍্যালিটি এই মারণব্যাধি এইডস সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। র‍্যালি শেষে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় এক সচেতনামূলক আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাব্রুম মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নৃপেন্দ্র রিয়াং এবং ডা. সৌমিক হাজরা। তারা এইডস কীভাবে ছড়ায়, কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধিকার মিত্র প্রবীর পাল। কর্তৃপক্ষের আশা, এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে সমাজকে আরও সতর্ক ও সচেতন হতে সাহায্য করবে।

সাব্রুমে লাইব্রেরি সফরে বিধায়ক প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর:রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সরকারি পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে দক্ষিণ জেলায় পরিদর্শনে এলেন ত্রিপুরা বিধানসভার লাইব্রেরি কমিটির পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মাইলাফ্রু মগ, স্বপ্না দেববর্মা, নয়ন সরকার ও রামু দাস।

মঙ্গলবার তারা দক্ষিণ জেলার একাধিক পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন। লাইব্রেরিগুলোর বর্তমান পরিকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা, পাঠকদের সুবিধাবঞ্চনার বিষয় এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা খতিয়ে দেখেন সদস্যরা।

সাব্রুম থানা সংলগ্ন পাবলিক লাইব্রেরি সফরকালে প্রতিনিধি দলকে জানানো হয়লাইব্রেরিটিতে প্রায় ২৮ হাজার বই রয়েছে। তবে বর্ষাকালে ছাদ চুইয়ে জল পড়ার কারণে পড়ুয়াদের সমস্যার বিষয়টিও তাদের নজরে আনা হয়। তারা লাইব্রেরির সার্বিক অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে মতামত নেন।

এদিন লাইব্রেরি পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রতিনিধি দল পিলাকের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে তারা মৈত্রী সেতু এবং ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)ও পরিদর্শন করেন।

পেচারথল স্কুল মাঠে ৫৬ প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রী হরিনাম মহাসঙ্কীর্তন, ধর্মপ্রাণ মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেচারথল, ২ ডিসেম্বর: পেচারতল স্কুল মাঠে শুরু হয়েছে সারা জাগানো ৫৬ প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রী হরিনাম মহা সংকীর্তন। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পেচারতল বাজার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এলাকাজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ—উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকা এখন উৎসবমুখর। গত ২৫শে নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মহাসঙ্কীর্তন চলবে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তসহ বহিরাজ্য থেকে মোট ৯টি কীর্তনীয়া দল অংশ নিয়েছে, যা অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণময় করে তুলেছে। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, হরিনাম সংকীর্তনকে ঘিরে

গোমতী জেলা হাসপাতালে আইডিবিআই ব্যাংকের সিএস আর - এর উদ্যোগে আধুনিক এনেস্থেসিয়া ইকুইপমেন্ট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ ডিসেম্বর: দীর্ঘদিন ধরে গোমতী জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল ইমারজেন্সি অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। বিশেষত এনেস্থেসিয়া-সংক্রান্ত আধুনিক ইকুইপমেন্ট না থাকায় জরুরি অস্ত্রোপচার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিস্থিতির কথা জানার পর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি উদ্যোগের অংশ হিসেবে আইডিবিআই ব্যাংকের উদয়পুর শাখা এগিয়ে আসে। ব্যাংকের বাৎসরিক লাভের একটি অংশ থেকে এনেস্থেসিয়া বিভাগের জন্য অত্যাধুনিক ও দামি একটি মেশিনসহ প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয় উদয়পুর শাখা। এ বিষয়ে শাখা প্রবন্ধ ভারকব কলিতা ব্যাংকের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার সিদ্ধার্থ ধরের সঙ্গে আলোচনা করে এই গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা নিশ্চিত করেন।

মঙ্গলবার গোমতী জেলা হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইকুইপমেন্ট হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলাশাসক রিঙ্কু লাটে, মহকুমা প্রশাসক ত্রিদীপ সরকার, আইডিবিআই ব্যাংকের সিদ্ধার্থ ধর এবং উদয়পুর শাখার সঞ্চালক ভারকব কলিতা।

আইডিবিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মধ্যে প্রথমবার গোমতী জেলা হাসপাতালকে এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইকুইপমেন্ট প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতেও রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতালকে ধাপে ধাপে একই ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ইমারজেন্সি অপারেশনের জন্য অত্যাবশ্যক এই যন্ত্রপাতি পেয়ে চিকিৎসক, রোগী ও রোগীর আত্মীয়স্বজনসহ উপস্থিত সরকারি আধিকারিকরা আইডিবিআই ব্যাংকের এই মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যাংকের ‘হেলথ কেয়ার আউটরিচ প্রোগ্রাম’-এর অংশ হিসেবে এমন উদ্যোগ আগামী দিনেও স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত চিকিৎসক মহলের।

নিয়মিত অনুশীলন, পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনই সাফল্যের চাবিকাঠি: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ফুটবল শুধু একটি খেলাই নয়, এই খেলা যুব সমাজকে শৃঙ্খলা, দলগত মানসিকতা ও কর্মনিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি ফুটবল খেলার পরিকাঠামো উন্নত করতেও বদ্ধপরিকর। আজ আগরতলার সোনারতরী হোটেলে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন অন্তর্ভুক্ত লাইফটাইম মেম্বারদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন ৮০ জন লাইফটাইম মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ তাদের হাতে স্মারক এবং শংসাপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা এখন ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। বাইরে থেকে আসা ক্রীড়াবিদরাও ত্রিপুরার ক্রীড়া জগৎ-এর উন্নয়ন উপলব্ধি করতে পারছেন। ফুটবলের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সিন্থেটিক টার্ফ তৈরী করা হচ্ছে। দিবা-রাত্রির খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সবই সম্ভব হচ্ছে রাজ্য সরকারের ক্রীড়ার প্রতি আন্তরিক মনোভাবের জন্য। এই সরকার ক্রীড়াবিদদের সম্মান দিতে জানে। পুরোনো ক্রীড়াবিদদের স্মরণ করতে আগ্রহী।

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিয়মিত অনুশীলন, পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, দৃঢ়তা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনই সাফল্যের চাবিকাঠি। বর্তমান সরকার প্রতিটি প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদের পাশে রয়েছে। প্রতিভা বিকাশে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। তিনি বলেন, রাজ্যে ফুটবল খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকারও তাদের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি ফুটবলের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলা মানুষকে নেশার হাত থেকে দূরে রাখতেও সুস্থ রাখতেও সহায়তা করে। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের ক্রীড়া জগৎ-এর বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভাশালী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। তিনি টি.এফ.এ.-র সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ত্রিপুরায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আজ অগ্রণী। রাজ্যে বর্তমানে অর্থের অভাবে ছেলে-মেয়েরা প্রতিভা প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়না। রাজ্য সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের জন্য কোচিং, ক্রীড়াবিদের জন্য ইনসুরেন্স, উন্নত অবকাঠামোর ব্যবস্থা করছে। তাই জাতীয় ক্ষেত্রেও রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা সুনাম অর্জন করছেন। বর্তমানে ১৩টি সিন্থেটিক টার্ফ মাঠ রয়েছে। ১৫টি ঘাসের মাঠ তৈরির কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টি.এফ.এ.-র সভাপতি প্রণব সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টি.এফ.এ.-র পেট্রন রতন সাহা।

একিনপুর সাব-সেন্টারে বিনামূল্যে ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির, ৪৬ জন রোগী পেলেন স্বাস্থ্যপরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ ডিসেম্বর: বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অধীন একিনপুর সাব-সেন্টারে আজ বিনামূল্যে ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চোত্তাখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই চিকিৎসা শিবিরে মোট ৪৬ জন রোগী বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এই শিবিরে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।শিবিরে ১৯ জন মহিলার ঝজ্জঙ টেস্ট (সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং) এবং ১ জন মহিলার ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়। অন্যান্য উপস্থিত রোগীদের রক্তচাপ ও রক্তে সুগার পরীক্ষা করা হয়। যাঁদের প্রয়োজন হয়, তাঁদের হাতে বিনামূল্যে ওষুধও তুলে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি, প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এক সফল উদাহরণ স্থাপন করেছে।

শিবির পরিচালনায় দায়িত্বে ছিলেন জেলা ও চোত্তাখোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাডাঃ অলক দাস (ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার, গুঙ্খঙ্গ), ডাঃ দীপক মিত্র (মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, চোত্তাখোলা ঞ্ছঙ্খ), দীপংকর বৈদ্য (কমিউনিটি হেলথ অফিসার) সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী ও আশা কর্মীরা।

অতিথিদের বক্তব্যে ডাঃ অলক দাস বলেন, “ক্যান্সারকে ভয় পেলেই চলবে না, প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিং করলে এর প্রচুরটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। আজকের এই উদ্যোগ সেই দিকেই বড় পদক্ষেপ।”

ডাঃ দীপক মিত্র জানান, “গ্রামীণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের নিয়মিত ঝজ্জঙ ও ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং অত্যন্ত জরুরি এটি জীবন রক্ষা করতে পারে। প্রতিটি মহিলার উচিত বছরে অন্তত একবার স্ক্রিনিং করা।”

স্থানীয় একিনপুর এএম দীর্ঘদিন ধরে মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, আশা দিদি ও এলাকার মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই শিবির ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের প্রেরণা জোগাবে বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছেগ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ সময়মতো পরীক্ষা করালে জীবন আরও নিরাপদ হবে। একিনপুর সাব-সেন্টারের এ ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনমূলক উদ্যোগ আগামী দিনেও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: আজ সচিবালয়ে নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব তথা আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান অভিষেক সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের অধীন রাস্তাঘাট নির্মাণের যেসমস্ত কাজ হচ্ছে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে নগরোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান) ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তরের এবং জল বোর্ড ও বিভিন্ন ঠিকাদার সহ নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কোন কোন জায়গায় চলাচলের জন্য জনগণের যেসমস্ত অসুবিধা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হয় এবং এই বিষয়ে কিছু নির্দেশাবলী জারি করা হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এখন থেকে কোন এলোমেলো খনন কাজের অনুমতি দেওয়া হবেনা। যেকোন খনন কাজ ৫০-৬০ মিটার স্ট্রেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। চলমান কোনও স্ট্রেচের কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্তির পরেই অন্য কোথাও নতুন খনন কাজ শুরু করা যাবে। কোনও নতুন স্ট্রেচে কাজ শুরু করার কমপক্ষে দুইদিন আগে সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। কোনও খনন কাজ শুরু করার আগে ট্রাফিক বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং তাদের লিখিত অনুমোদন নিতে হবে। এরপর বিকল্প পথ নির্দেশ করে সর্বসাধারণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে। যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সড়ক পথ পরিবর্তন এবং জনসচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিটি কর্মস্থলে উপযুক্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আগরতলা পুরনিগম (এএমসি) এর পুর কমিশনারের পর্যায়ে একটি সাপ্তাহিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় সমস্ত কাজ নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মেলাঘরে ৪ ডিসেম্বর থেকে ২ দিনব্যাপী ইউনিটি প্রমোফেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে মেলাঘরের রাজঘাটে আগামী ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর ২ দিনব্যাপী ইউনিটি প্রমো ফেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

ধর্মনগরে এনএইচএম—এর ওপর মিডিয়া সেনসিটাইজেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ ডিসেম্বর: জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে মঙ্গলবার ধর্মনগরের একটি বেসরকারি হোটেলের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো এনএইচএম (জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন) কর্মসূচি বিষয়ক মিডিয়া সেনসিটাইজেশন ওয়ার্কশপ। গণমাধ্যম কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা এবং সঠিক তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডা. অরিন্দম দাস, ডা. অলক কুমার ধরসহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। দিনব্যাপী এই কর্মশালায় জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন পরিষেবা, সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মাতৃ ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং রোগী সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা জানান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিক তথ্য মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমই মূল ভূমিকা পালন করে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

লোকভবনে আসামের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: লোকভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ সন্ধ্যায় আসাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আসাম দিবস পালন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, আসাম রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই দিনটি আসাম রাজ্যের দূরদর্শী নেতা চাউলুং সুকাফাকে স্মরণ করার দিন। রাজ্যপাল আসাম সরকার এবং আসামের জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

অবিলম্বে কালা শ্রম কোড বাতিল সহ ৯ দফা দাবিতে ডেপুটেশন অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের

আগরতলা, ২ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কৃষকরা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে চলেছেন। দেশ ও রাজ্যের কৃষিজীবি শ্রমজীবিদের বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরব হয়েছে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। আজ কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত ৯ দফা দাবিতে শ্রম দপ্তরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে কৃষক---শ্রমিকরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন।

তিনি আরও জানান, বর্তমান সরকারের নীতির কারণে কৃষিক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার অভাবে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, আবার মৌসুমে সার-বীজের সংকট দেখা দিচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কিষান কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

ডেপুটেশনে কৃষক—স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অবিলম্বে কালা শ্রম কোড বাতিল করা, কৃষকদের রেগার মজুরি বৃদ্ধি, ভারত---বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার গেট খোলার সময়সীমা বৃদ্ধি, সময়মতো সার ও বীজ সরবরাহ, সীমান্ত এলাকায় ফ্লাডলাইট স্থাপনের কারণে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি নিরপেক্ষ তদন্ত, ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী উপযুক্ত ভর্তুকি প্রদান করা।

মুদ্রার মতো ছোট, জীবনের মতো বড় ইন্ট্রা-কার্ডিয়াক পেসমেকার প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর: ”মুদ্রার মতো ছোট, জীবনের মতো বড়: ইন্ট্রা-কার্ডিয়াক পেসমেকার এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে নিয়ে এলো আশা ও আরোগ্য’।

এজিএমসি-তে প্রথম ”লিডলেস পেসমেকার” স্থাপন করে ৭১ বছর বয়সী সংকটাপন্ন রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হলো। এক যুগান্তকারী সাফল্যে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল টিম অত্যন্ত সফলভাবে একটি ”লিডলেস পেসমেকার” স্থাপন করেছে। ছোট একটি মুদ্রার আকারের এই যন্ত্রটি স্থাপন করে গুরুতর অসুস্থ ৭১ বছর বয়সী এক রোগীর জীবন রক্ষা করা হয়েছে, যিনি একাধিক জীবন-হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

রোগীটিকে সম্পূর্ণ হার্ট ব্লক, ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল রক্তক্ষরণ সহ গুরুতর আঘাতজনিত মস্তিষ্কের আঘাত এবং সেপটিক শকের মতো অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল। এর জন্য একটি উদ্ভাবনী ও সমন্বিত জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে, ইমার্জেন্সি মেডিসিন, নিউরোসার্জারি, মেডিসিন আইসিইউ এবং কার্ডিওলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞরা একত্রে কাজ করে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হন। কার্ডিওলজি বিভাগ হাসপাতালের ইতিহাসে প্রথমবার ”লিডলেস পেসমেকার” স্থাপন করে হৃদরোগের চিকিৎসায় এক বিশাল অগ্রগতি অর্জন করল। প্রথাগত পেসমেকারের জন্য যেখানে বুকে কাটাছেঁড়া এবং হৃদপিণ্ডে তার সংযুক্তির প্রয়োজন হয়, সেখানে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি একটি শিরার মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে সরাসরি হৃদপিণ্ডের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়। এটি সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় এবং দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। রোগী এখন স্থিতিশীল এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি লাভঘটেছে।

এই ঘটনাটি আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং সম্মিলিত দক্ষতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। ’সংকটাপন্ন রোগীদের জন্য গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এই সাফল্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের প্রতিশ্রুতির, দক্ষতার এবং দলবদ্ধ কাজের প্রতিফলন, এটি একজন বরিষ্ঠ কার্ডিওলজিস্ট এর বক্তব্য। চিকিৎসা সমাজের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি গর্বের মুহূর্ত। এই সফল পদ্ধতিটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা কম জটিলতা এবং দ্রুত সুস্থতার মাধ্যমে গুরুতর হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। হাসপাতালের নেতৃত্ব জীবন রক্ষাকারী এই যাত্রায় জড়িত প্রতিটি চিকিৎসা পেশাদারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। চিকিৎসক দলে ছিলেন ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী (সহকারী অধ্যাপক ও কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, ইন-চার্জ বিভাগীয় প্রধান, কার্ডিওলজি বিভাগ), ডাঃ রাকেশ দাস (কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিওলজি বিভাগ), ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য্য (কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিওলজি বিভাগ), কার্ডিওলজি বিভাগের জুনিয়র চিকিৎসকগণ ডাঃ অর্ঘ্য প্রতিম নাথ, ডাঃ অন্বেষা দেবনাথ, ডাঃ প্রান্তিক রায়, দেবব্রত দেবনাথ (ক্যাথল্যাব নার্স), প্রাণকৃষ্ণ দেব (ক্যাথল্যাব নার্স), মানস দত্ত (ক্যাথল্যাব নার্স) তিতিক্ষা মজুমদার (ক্যাথল্যাব নার্স), কিষাণ রায় (ইকো টেকনিশিয়ান), সঞ্জয় ঘোষ (ক্যাথ টেকনিশিয়ান)।

বিলোনিয়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় আইন সচেতনতামূলক শিবির, সাধারণ মানুষের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ ডিসেম্বর: বিলোনিয়া মহকুমার অধীন রাজনগর, ভারত চন্দ্র নগর ও ঋষ্যমুখ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একাধিক আইন সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত এই শিবিরগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনি অধিকার ও সরকারি আইনি সহায়তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

শিবিরগুলো অনুষ্ঠিত হয় গৌরাঙ্গ বাজার, ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েত, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র নগর, সুকান্ত নগর, ঈশান চন্দ্র নগর, পশ্চিম কলাবাড়িয়া, কাঁশারী এডিসি ভিলেজ এবং ঋষ্যমুখ ব্লকের গাবুরছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রতিটি শিবির পরিচালনা করেন বিভিন্ন অভিজ্ঞ আইনজীবীদিব্যেন্দু নাথ, সম্পা দত্ত, তাপস ঘোষ, টুসি আচার্য্য, লিটন মল্লিক, অনুজ তিলক, দুলাল ভৌমিক, অভিশুভ্র পাল, দিবাকর ভৌমিক ও মিত্রারু দত্ত। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার দলের সদস্যরামানিক দাস, চন্দন বনিক, সুস্মিতা বৈদ্য, দীপক দেবনাথ, টিংকু দাস, বিমল চন্দ্র দেবনাথ ও বাসুদেব দেবনাথ।

আইনজীবীরা সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়ার পদ্ধতি, আইনি অধিকার, বিভিন্ন সরকারি সুবিধা এবং কোন কোন কর্মকাণ্ড অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তাঁরা জানান, সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত মৌলিক আইনি জ্ঞান অর্জন করা, যাতে প্রতারণা কিংবা অপরাধমূলক ঘটনার শিকার হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আইন সচেতনতামূলক শিবির বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত হবে, যাতে প্রান্তিক ও গ্রামীণ মানুষ আরও বেশি করে আইনি পরিষেবার আওতায় আসতে পারেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas